পরিহাস

শ্রীরসময় লাহা

০ঃ*ঃ০

টাকা গেলে, টাকা আসে,
স্বাস্থ্য গেলে তাই;
চরিত্র হইলে নষ্ট,
পরিত্রাণ নাই।

০ঃ*ঃ০

প্রিণ্টার—শ্রীনন্দলাল শীল
"অক্ষয় প্রেস"
২৭।৫ নং তারক চাটুর্য্যের লেন,
কলিকাতা।

উপহার

কৃতকর্ম্মা, চরিত্রবান্, বন্ধুবৎসল

শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

বিদ্যারত্ন *B.E. M.R.A.S.B.*

সাহিত্য-রসিক সুহৃদ্বরেষু—

পরিহাসের পাতায় ভরে' আমার যত বাসি ফুল,
গেঁথে তোমায় দিচ্ছি সখা, ভেবনা এ আমার ভুল।
প্রত্নতত্ত্ববিদ্ না তুমি?—পুরাতনেই তোমার প্রীতি,
শুষ্ক ফুলে মধু পা'বার, তুমিই জান সূক্ষ্ম রীতি।
নিক্তির কাঁটায় ওজন করা, নয়ক বিচার সবিশেষ;
হৃদয় দিয়ে বুঝ্‌তে যে হয়—তুমিই সেটা জান বেশ।
তোমার স্নেহে এ ফুল রাশি, তাজা রবে মধুর রসে;
দোষ ভুলে তাই কৌতূহলে, হাসিমুখে দেখ্‌বে দশে।
পরিহাসের পাতায় ভরে' দিলাম বাসি ফুলের মালা,
হেসে গলায় পর সখা—ঘুচিয়ে দিয়ে হুলের জ্বালা।

শ্রীপঞ্চমী, সন ১৩৩১ সাল;
লাহা বাড়ী
৭, জয়মিত্রের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীরসময় লাহা

পরিতাপ

যে পুণ্যাত্মার নামে **পরিহাস** উপহৃত হইয়াছে, তিনি অকালে ইহলোক হইতে অপ-সৃত ; তিনি ইহার পাণ্ডুলিপি আদ্যন্ত পাঠে পরিতৃপ্তি জানাইয়া ছিলেন বলিয়াই ইহা প্রকাশ করিবার সার্থকতা উপলব্ধি করিতেছি ; গভীর পরিতাপের বিষয়, মুদ্রিত **পরিহাস**, তাঁহার কর-কমলে দিবার অবসর ঘটিল না—ইহাকেই বলে অদৃষ্টের পরিহাস। ইতি—শ্রীরচয়িতা।

জন্মাষ্টমী, সন ১৩৩৩ সাল।

পরিহাস

পরিহাস

(১)

"কাগজে, কলমে, কালির তরঙ্গে,
বেশ বসে' আছ, মজে' নানারঙ্গে,
পাইনা কহিতে কথা তব সঙ্গে,
ভাল বিবাহের ফাঁস।"

(২)

বলিলাম—"প্রিয়ে শোন এইবার,
সুখ-দুঃখ মাখা বিচিত্র সংসার,—
রচেছি কৌতুকে, কিবা চমৎকার,
মিটাতে তোমার আশ।"

(৩)

হাসি কহে কান্তা—চোখে অভিমান,—
"ক্ষেপা-প্রেমী-কবি" তিনই সমান!
কে শুনিবে বসি' পাগলের গান?—
অদৃষ্টের পরিহাস।"

ঘুম-ভাঙান

চাদের আলো ফুরিয়ে এল
ডাক্‌ছে পাখী—**'চোখ গেল'**
বসন্তের এই ভোরের আলোয়,
ফুলের গন্ধে ঊষা এল ।
"পিয়া কাঁহা—পিয়া কাঁহা"
কে ডাকে ঐ কাতর সুরে ?
ঘুমাচ্ছে তোর কোথায় প্রিয়া,
খুঁজিস্ কি তাই ঘুরে ঘুরে ?
প্রকৃতির আজ ঘুম ভাঙ্গাতে
কুঞ্জবনে শতেক পাখী,—
গাইছে কেমন ঐক্যতানে
উঠ প্রিয়ে, মেল আঁখি ।
শুন প্রিয়ে, কঠোর সত্য
বুঝায় বায়স **কা-কা**-রবে—
কামিনী-কাঞ্চন তরে
এ সংসারে পাগল সবে ।
কু-হুঁ-সুরে সায় দিয়ে তা'র
মিষ্ট গলায় কোকিল হাঁকে,—
মন্দের মধ্যে ভাল এবং
দুঃখের মধ্যে সুখও থাকে ।

পরিহাস

মানিনীর কি মান ভাঙ্গিতে
ডাক্‌ছে—**বউ কথা কও ?**
ওকি প্রিয়ে, কঠিন কেন ?
তুমিত মোর তেমন নও।

আমি পাগল, আমি কবি,
কিম্বা প্রেমিক, জানই বেশ ;
বেশী মাত্রায় বুঝ্‌তে পারি,
পশুর কথা, পাখীর রেশ।

কেবল তোমায় বুঝ্‌তে—আমার
ব্যর্থ কচ্চ সকল ঝোঁক।
ডাক্‌ছে শোন সোণার পাখী—
"খোকা হোক্—খোকা হোক্।"

কালো সাটিন জামা গায়ে,
ঢাল্‌ছে **দোয়েল** কি রাগিণী !
উঠ প্রিয়ে, উঠ আমার
চিরানন্দ-বিলাসিনী।

উঠ, তোমার সর্ব্বস্বধন
স্বামী কোচ্চেন ডাকাডাকি ;
তোমার নাকও ডাক্‌ছে তোমার,
কি ঘুম বাবা—ভাঙ্‌বে না কি ?

অদৃষ্টের পরিহাস

কেন ভালবাসি প্রিয়ে, তোমায় চিরদিন,
তাহাও কি বুঝাইতে হ'বে ?
রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ, একাধারে,
তোমা ছাড়া কোথাও সম্ভবে ?
ভুলায় পিক, কুহুস্বরে, সুগন্ধে চামেলী,
রূপে শরতেরি রামধনু ;
রসে নিদাঘেরি বারি, স্পর্শে চন্দনের
পলকে স্নিগিধ করে তনু।
সমষ্টি আকারে কিন্তু, শক্তি ততোধিক
না জানি কোথায় তব আছে ?
সমস্ত ইন্দ্রিয় শান্ত, তুমি আছ বলে'
প্রাণ-মন তৃপ্ত তোমার কাছে।
প্রকৃতির এ শোভারাশি, আনন্দ কল্লোল,
জেগে উঠে তোমারে হেরিয়া ;
কি রহস্যে—জানিনা সে—কটাক্ষে তোমারি,
নেচে উঠে পুলকে এ হিয়া।
তথাপি অশান্তি আসে বিতৃষ্ণার সনে,
ভেঙ্গে যায় সে সুখের স্বপন;
ভুলে যাই যে সে মুহূর্ত্তে, তুমি লো প্রেয়সী,
বিধাতারি অপূর্ব্ব সৃজন।

পরিহাস

ভুলে যাই, ও রূপ যখন, রত্ন আভরণে
ঢেকে ফেল মদগর্ব্ব ভরে ;
ভুলে যাই, ও রসের তনু, ফেল মলিন করে'
যখন মিছে অভিমানের তরে।

ভুলে যাই, ও কান্ত তনুর গন্ধটুকু, যখন
ঢাক ঢেলে এসেন্সের শিশি ;
ভুলে যাই ও স্পর্শ, যখন কর্কশ করে তোল
রসিকতায় এনে রেষারিষি।

ভুলে যাই, ও কণ্ঠ তোমার ক্ষিপ্ত হয়ে যখন,
বাঁশী ছেড়ে, ঢাকের শব্দে ওঠে,—
কাব্য তখন গুড়িয়ে ফেলে, ভাব্‌বে কি আর কবি,
একেবারে শিবের মত লোটে।

তবু আমি জানি প্রিয়ে, তুমি সরল-মনা,
তাইতে তোমায় বড়ই ভালবাসি ;
তোমার রাগ্‌টা, অনুরাগের বিকার বলেই মানি,
অনায়াসে উড়াই তাই সে হাসি।

কিন্তু যখন, শাঁখা-সিন্দুর-আল্‌তা-সাড়ীর মান,
ভুলে বাড়াও বাহ্যিক বিলাস ;—
তখন অতি দুঃখেও আমি, হেসে ফেলি বেগে,
অদৃষ্টের একি পরিহাস !

ভালবাসা

স্বামী...প্রিয়ে, ভালবাসা তোমারি সে ধন, —
সে তব কপোলে রচেছে শয়ন।

স্ত্রী...না, না, এ কপোলে, ফোটে না গোলাপ,
ভালবাসা হেথা, করে না আলাপ।

যুগলে...
গোলাপী কপোলে, নিতি ভালবাসা,
বিরাম লভিতে, করে না যে বাসা।—
আমার হৃদয়ে তাহার সদন,
সুখে থাকে তথা তোমারি কারণ।

স্বামী...প্রিয়ে, ভালবাসা হয়ে অচপল,
তোমারি নয়নে বিলাসে কেবল।

স্ত্রী...না, না, এ নয়নে, নাহিক সে জ্যোতিঃ ;
ভালবাসা হেথা করে না বসতি।

যুগলে...
কমল-নয়নে মধু-ভালবাসা,
করেনা কখন চিরদিন বাসা ;—
এ হৃদ্‌কমলে তাহার সদন,
সুখে থাকে তথা তোমারি কারণ।

তরুর তেজ

১

কোথায় যাচ্চ **তরুবালা**? দেখ্‌তে তোমায় বেড়ে!
"দুধ যুগিয়ে আসছি ফিরে, দেখ্‌ছ না এই কেঁড়ে?"
তোমার সঙ্গে নিয়ে আমায়, যা'বে তোমার ঘর?
"দয়া করে' এস যদি, আমার প্রিয়—বর।"
তোমার বাপের বিষয় কত—বর যে হ'ব **তরু**?
"মরাই ভরা ধান আছে, আর, গোয়াল ভরা গরু।"

২

তোমার বর কি হ'ব শেষে, দিয়ে বি, এ, পাশ?
"ভুলে গেলে বিনা পণে পর্‌বে বিয়ের ফাঁস?"
গ্রাজুয়েট্ কি হয়ে' শেষে, বিয়ে কর্‌ব ফাঁকা?
"রূপের চেয়ে হ'ল বুঝি বড় রূপার টাকা?"
আমি এখন '**এন্ ঘোষ**' যে, বুঝ্‌তে পাচ্ছ **তরু**?
"বুঝ্‌ব কি সে? আমাদের যে গোয়াল ভরা গরু।"

৩

বিনা টাকায়, তোমায় বিয়ে কর্‌লে কি আর সুখ?
"কেন? অবাক্ হয়ে' শুধু দেখ্‌বে আমার মুখ।"
রূপের সঙ্গে রূপার মিলন বাড়ায় ভালবাসা;
"বেশ্‌তো টাকা উপায় করে,' মিট্‌য়ো মনের আশা।"
মোটা টাকা যৌতুক নৈলে বিয়ে কি হয় **তরু**?
"কারণ এখন **এন্ ঘোষ** যে, নও ত আর সে-**নরু**।"

৪

তোমায় বিয়ে করলে পরে লাভ কি হ'বে শুনি ?
"এই রূপের লোভে এখনো যে হচ্ছ খুনোখুনি।"

কিন্তু টাকা নৈলে বিয়ে করি কেমন করে ?
"না করলে ত বয়ে গেল—সাধছে কে পায়ে ধরে ?'

চোটনা এই বিত্তের চোটেই বুদ্ধি হ'ল সরু।
"থুবড়ি থাকি সেও ভাল—চাই না অমন গরু।"

শকটে

থার্ডক্লাস গাড়ী দ্বারে দাঁড়াইল এসে,
স্থূলাঙ্গিনী নারী এক, ঢুকিলেন ক্লেশে।
গদি জুড়ে বসিলেন—একেবারে প্যাক ;
সূক্ষ্ম স্বামী বসিবে কি ?—দেখেই অবাক্ !

নারী কহে রুক্ষ স্বরে—চাহিয়া বিকট—
"আধখানা দেহ নিয়ে কর লটপট—
"সমুখের গদিতেই বসে' পড় গিয়ে"—

"তুমি আধখানা হ'লে ভাল ছিল প্রিয়ে।"

অভ্যুক্তি

নারী যেন হাতের পুঁথি, পুরুষ তাহার পাঠক,
থাক্ না যতই ভুল ভ্রান্তি, কথার নাইক আটক।
যতই দেখ উল্টে পাল্টে, ততই বাড়ে ধাঁধা,
সাজিয়ে রাখ কি চমৎকার, সোণার কাজে বাঁধা।
গৃহশ্রী তাই গৃহিণী যে, আলো করেন গেহ ;
সালঙ্কারা কন্যা-কাব্য, লভ্য বটে শ্রেয়ঃ।
আমার কিন্তু ওরি মধ্যে, আছে শুচিবাই,
কাব্য কিম্বা পুঁথিগত, হ'তে রুচি নাই।
কাজেই আমি বিয়ে কর্ত্তে, হ'তে পারি রাজি—
বছর বছর স্ত্রী যদি পাই,—যেমন নূতন পাঁজি।

সাবাস্ ভায়া, দেখ্ছি তোমার, গুণের নাইক অন্ত,
না পড়েই যে, সমালোচন, কচ্চ—নারী-গ্রন্থ।
হয়নি তোমার আজো তাহার, অক্ষর পরিচয়,
প্রণয়ের "প" বুঝ্বে পরে, ঘট্‌লে পরিণয়।
সব জান্তা হয়ে বসা, রোগটা খারাপ ভায়া ;
হৃদয় সনে হৃদয় মিশে, বুঝ্বে কি তা' কায়া ?
সাঁতার শিখ্তে গেলে আগে, নাম্তে যে হয় জলে,
নারী-গ্রন্থ বুঝ্তে পার্বে, বিবাহেরি ফলে।
বিয়ে করে' ফেল ভায়া, শিক্ষার হ'য়ে বশ,
পাঁজিতে নয়— কাব্যেই আছে, নিতুই নব রস।

মনের কথা

উজ্জ্বল আঁখি, গোলাপী গণ্ড,
উন্নত পয়োধরা—
পিয়ানো বাজাতে হাসিতে, কাশিতে,
মূৰ্চ্ছিতা হ'য়ে পড়া—
সোফায় হেলান তোফা কৃশ তনু,
মন—নভেলের পানে,
গুছায়ে ছড়ান লোল কুন্তল
কত অযতন ভাণে ;
কৃষ্ণৈকাদশী শশিকলা সম
হাসিটী মিলায় মুখে,
যেন সুখে থেকে কিলোয় বা ভূতে
নব কল্পিত দুখে ;—
চাহি না ললনা ;— আমি চাই—যা'র
নয়নে সলাজ দিঠি,
অল্পে চিত্ত যাহার তুষ্ট
সরলা—মনটি মিঠি।
ইহার উপরে রেঁধে যদি দুটি
দেয় গো তপ্ত ভাত,
দিবসে গুছায় বসন, বাসন,
ঘুমায়ে কাটায় রাত।

সুস্থ সবল রাখে দেহখানি
গৃহকাজ করে হেসে ;—
ভাবিব,—করিল মোরে নারায়ণ
স্বয়ং লক্ষ্মী এসে ।

* * * *

কিন্তু আমার— বলে' রাখা ভাল—
ছেড়ে যেতে পারে নাড়ী,
দুঃখভরে যদি বলেন শাশুড়ী...
"মেয়ের গলায় হাঁড়ি ।'

ফটো দেখা

"হের নাথ, কি সুন্দর উঠিয়াছে **ফটো,**
দেখায় আমার পাশে তোমায় কি ছোটো ।"

"বেঁটে বলে' করিতে কি চাহ মোরে দোষী ?
ঢেঙা হ'য়ে তুমি বুঝি বড়ই রূপসী ।"

"আমি ত বলিনি কিছু মিছে কেন চটো
শুধু দেখায়েছি এই আমাদের—**ফটো** ।"

"তুমি বুঝি ভাব আমি মস্ত বড় বোকা ?"

"না—না, তুমি ছোটখাট যেন কচি খোকা ।"

অভিকাব্য

(পূর্ব্বরাগ)

হ'তেম মৌমাছি, তুমি হ'লে বঁধু—চাক্,
ঢালিয়া দিতাম মধু তোমাতে বেবাক্ ।
সাগর হইলে তুমি, হ'তেম জাহাজ,
পা'লভরে করিতাম, তোমাতে বিরাজ ।
হইলে বিড়াল তুমি, হ'তেম ইঁদুর,
আমারে পাইতে হ'তে, আনন্দে বিধুর ।
হ'তেম পুকুরের-পোনা, তুমি হ'লে জাল ;
যেতাম তোমার কোলে, ঘুচায়ে জঞ্জাল ।
বাঘিনী হইতে যদি, হ'তেম ছাগল,—
ডাকিতাম প্রেমে তব, হইয়া পাগল ।
কৃপাণ হইলে তুমি, হ'তেম পিধান ;
তুমি আদি হ'তে যদি—আমি অবসান ।
মাথামুণ্ড হ'তে যদি, হইতাম কাঁধ ;
ঘুঘু হইতাম, যদি হ'তে তুমি ফাঁদ ।
আকাশ হইলে তুমি, হ'তাম বিমান ;—
উড়ে উড়ে লইতাম, তোমার সন্ধান ।
কালি হইতাম, তুমি হইলে দোয়াত ;
গুঁড়ি হইতাম, তুমি হইলে করাৎ ।

গুহা হইতাম, তুমি হইলে পর্ব্বত ;
তুমি লোটা হ'লে—আমি হতেম সর্ব্বৎ।
তুমি রাহু হ'লে—আমি হইতাম চাঁদ ;
তুমি বন্যা হ'লে—আমি হইতাম বাঁধ।
কর্পূর হ'তাম—যদি হইতে ফানুস,
তুমি যে মানুষী, হায়, আমিও মানুষ।
তুমি কি হইলে আমি কি যে হইতাম,—
কবি হ'লে, উপমায় কত বলিতাম।
বকিনু বিভোল চিতে, আবোল তাবোল ;
তুমি কবে শুনাইবে, মিঠেকড়া বোল ?

(অনুরাগ)

তুমি কনে, আমি বর, কি মিলন রাত !
প্রসন্ন বিধির বরে, দোঁহার বরাত।
অদৃষ্টে ঘটায়, হয় পর আপনার ;
তুমি সুখে থাকিলেই, সন্তোষ আমার।
সালঙ্কারা বালা তুমি, আমি সুপুরুষ,
তোমারে লভিয়ে আরো বাড়িল জলুষ।
সংসারের সব কাজে, রবে তব হাত ;
তুমি রেঁধে দিলে—আমি খেতে পা'ব ভাত।

(বিরাগ)

একি বধূ? নিদ্রা গেলে তুমি বেমালুম্;—
আমার দু'চোখ থেকে কেড়ে নিয়ে ঘুম।
জমাট পিরীতি মোর,—বিরাট—আসল;
পলক ফেলিতে কিনা—করে দিলে জল!

(রাগ)

পিরীতি, সুখের ভরে ধায় উড়ে উড়ে,
মিথ্যা সে, কেবল দুঃখ বহে বক্ষঃজুড়ে।
থাকিলে তাহার পক্ষ, উড়াতাম হেসে,
পিরীতের ফলে, রাগে, ফুলে মরি শেষে।

(উপরাগ)

পূর্ব্বরাগ, অনুরাগ, বিরাগ, কি রাগ,
ভাবিতে, জাগিতে, গেল নিভিয়া চেরাগ!
উপজিল উপরাগ—এবার ঘুমা'ব—
এক নিঃশ্বাসেই হ'ল ইতি—অতিকাব্য।

আংটি

বিয়ের সময় যৌতুক পেলাম তলাহীন এক গর্ত্ত;
সতত সে জড়িয়ে থাকে হাড়-মাংস-রক্ত।

রূপে—রঙে

তোমার মোহিনীরূপ, হেরিবে যেদিন ;—
বরের ঘুরিবে মাথা হ'বে দৃষ্টিহীন।
যেদিন দাঁ'ড়াবে পরি' বসন বেগুনি,
সেদিন তোমারে পেতে হ'বে খুনোখুনি।
আস্‌মানী সাড়ী পরে' দাঁড়া'লে সুমুখে,
আন্‌চান্‌ করিবে সে, নিতে তা'র বুকে।
যেদিন পরিবে হেসে, নীলাম্বরী—কালো—
হেরিবে তোমার রূপে পূর্ণিমার আলো।
পরিলে সবুজ সাড়ী—অবুঝের প্রায়,
বনদেবী ভেবে, ফুলে পূজিবে তোমায়।
পরিয়া বাসন্তী সাড়ী—বসন্তের দিনে
কটাক্ষে লইবে তা'রে চিরতরে কিনে।
জাফ্‌রাণী সাড়ী অঙ্গে—অতি মনোহর !
তাহার বাহার দেখে, হ'বে সে কাতর।
গোলাপী সাড়ীতে যেন, মাখা ভালবাসা ;
পরিলে তোমারি বুকে, লইবে সে বাসা।
রামধনুকের রঙ্‌—যাই বলিহারি,
সে সাড়ী পরিলে, আহা, মরিবে বেচারি।
ভুলেও পরেনা ডুরে,—ফিন্‌ফিনে সাদা—
তা'হলেই একেবারে বনিবে সে...।

ফুলশয্যা

বৌ এসেচেন, দাদার কনে,
লক্ষ্মী ঠাকুরাণী ;
কতই নূতন বসন-ভূষণ—
ফুলের আমদানী।
নূতন সুখের ঢেউ লেগেছে,
সারা ভবন ভেসে গেছে,
উলুধ্বনি ছড়িয়ে শাঁখে
উঠ্‌ছে আশিস্‌বাণী ;
বৌ এসেছেন—দাদার কনে—
লক্ষ্মী ঠাকুরাণী।

সবার মাঝে—বৌদিদিকে
মানাচ্চে আজ ভালো ;
ফুলের মালায়—ফুলের ভূষায়
ঘর করেছে আলো।
স্বজনেরা আস্‌ছেন হেসে
সেজেগুজে নানান্ বেশে
কেউ বা অমল, কেউ বা শ্যামল,
কেউ বা কোমল কালো ;
সবার মাঝে বৌদিদিকে
মানাচ্চে আজ ভালো।

পরিহাস

দাদার বুকে নূতন সুখের
স্বপন আজি রাজে ;
পাবেন নূতন বধূ-রতন
কুসুম-শয়ন-মাঝে ।
লুকিয়ে মধুর চাপা হাসি,
মুখটী বধূর দেখেন আসি,
আমায় মিছে শাসন করে'
বৌকে ফেলেন লাজে ;
দাদার বুকে নূতন সুখের
স্বপন আজি রাজে ।

ফুলশয্যায় ফুলের বাঁধন
যুগল-মিলন-মালা ;
বেলা যে সব পড়ে এল,
সাঁজের আলো জ্বালা ।
আজ আনন্দের কলরবে,
প্রীতি-ভোজে রত সবে,
জেগে থাক্ এ সুখ-স্মৃতি
অসীম তৃপ্তি ঢালা,
ফুল-শয্যায় ফুলের বাঁধন,
যুগল-মিলন-মালা ।

পণ নয়—পূজা

টাকা কি গহনা, তৈজস, বিছানা,
দিইনি বিয়ের তরে ;
শুধু কন্যাদান করিলাম আজ,
এক 'এম্ এ' পাশ বরে।

ঘোর অমায়িক মোর বৈবাহিক
পরম ধর্ম্মাবতার,
এ আদর্শ দেখে শিখ করিবারে
সমাজের উপকার।

তবে এক কথা— বিবাহের আগে
বিয়ানের পদতলে—
টানে পড়ে' রেখে এসেছি—হাজার-
গিনিভরা এক থলে।

বয়সের ফল

'ভাগ্যবানের স্ত্রী মরে—অভাগার ঘোড়া'
এ প্রবাদ সত্য নয়, কিন্তু আগাগোড়া।
বয়সে হারা'লে পত্নী—শুভ বড় নয়,
তা'র চেয়ে ঘোড়া মরা সুখের নিশ্চয়।
কচি হাড় ভেঙ্গে গেলে, জোড়া লাগে বেশ,
বুড়ার ভাঙ্গিলে হাড়, বাড়ে শুধু ক্লেশ।
বৃদ্ধের তরুণী ভার্য্যা—ভাগ্য ভাল বটে,
সে সুখ সহেনা, কিন্তু বিপরীত ঘটে।

পরিহাস

প্রথমপক্ষ ছিলেন আমার
লক্ষ্মীর সমতুল ;
সহিল না সুখ, নারায়ণ তাঁ'রে
লইলেন করি' ভুল ।

দ্বিতীয়পক্ষ ছিলেন আমার
নহেক নেহাৎ মন্দ ;
যমদূত এসে নিয়ে গেল তাঁ'রে
করি' গৃহ নিরানন্দ ।

তৃতীয়পক্ষ হয়েছেন যিনি,
বাপ্—কি বচন তাঁ'র !
জ্ঞানে-অজ্ঞানে—লইতে ইঁহারে
কেহ ত আসে না আর ।

'জন্ম-আয়তি' হ'য়ে গেছে তাঁ'রা
কোথায় লভিয়া ত্রাণ ;—
ইনি যে আমায়, কথায় কথায়,
তথায় পাঠাতে চান ।

যুগধর্ম্ম

(১)

পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা, পুত্র-পিণ্ড প্রয়োজন,
সে সব এখন কথার কথা, শাস্ত্রের বৃথা আস্ফালন।
এখন আমরা সে সব বিধি, সে সব বিচার ছেড়ে দিয়ে,
শুদ্ধ বিলাস সম্ভোগ তরে, আন্‌চি মনের মত প্রিয়ে।

(২)

চক্ষে এখন সোণার চস্‌মা, কারণ দৃষ্টি বড়ই সূক্ষ্ম।
পাশ্চাত্যেরি অনুকৃতি, কর্‌লেই ঘোচে সর্ব্ব দুঃখ।
রূপের দিকেই খুলছে নজর, রূপের তৃষায় ফাট্‌ছে প্রাণ
ধর্ম্মভীরুর সম্পদ লোটে, পুরুষকারে বুদ্ধিমান।

(৩)

আত্মত্যাগের অর্থ এখন, স্বার্থসিদ্ধি ষোল আনা;
পরার্থেই এ মোটর চড়া, পরার্থেই এ আর্য্যয়ানা।
এ সাহেবি আর্য্য সাজায়, দেশাত্মবোধ জ্বল্‌ছে চেগে,
ভাইদের আতুর ফতুর করে' উঠ্‌ছে চতুর প্রচুর বেগে।

(৪)

দেশের ছেলে দিশেহারা—একূল ওকূল দু'কূল ভ্রষ্ট,
বিদ্যা যে চাই অর্থকরী, অর্থ নইলে জীবন নষ্ট;
মাটীতে আর নাইক শিকড়, বাড়ছে সবাই টবের তরু,
হন্তের মতন ছুট্‌ছে বেগে, দড়ি ছেঁড়া বাঁধা গরু।

(৫)

ঋণম্ কৃত্বা ঘৃতম্ পিবেৎ—মন্ত্র-দ্রষ্টা মুনির কথা ;
ঋণের পূজায় চল্‌ছে জগৎ,রাজাভোগ আর সুসভ্যতা।
শাকান্ন আর পায়না খেতে, অঋণী কি অপ্রবাসী ;
ঘরের অন্ন নিঃশেষে শেষ, কর্‌ছে জাহাজ সর্ব্বগ্রাসী।

(৬)

দীনের প্রতি দয়া এখন, দেয় না দেখা দ্বারে, দ্বারে ;
দুঃস্থ বিষম ব্যস্ত হ'য়ে, পাৎছে হস্ত থিয়েটারে।
পাপের মুখে পুণ্য-ধারার, খৈ ফুটছে অনর্গল ;
ধর্ম্মের ঝোঁকে খাচ্ছে লোকে, মদের গ্লাসে গঙ্গাজল।

(৭)

সেকালের সব মেয়েদের কাজ,পুরুষেরা নিচ্চেন হাতে ;
ঘর ঘর ঘর চর্‌কা ঘুরাও, থাক্‌বে সুখে দুধে ভাতে।
দেশোদ্ধারে মহিলারা, যাচ্চেন হেসে কারাগার ;
রাজা-প্রজার ভঙ্গী দেখে, ভক্তি এখন পগার পার।

(৮)

পায়ে মাথায় এক হয়েছে,বুঝ্‌বে কে আর ইহার মর্ম্ম ?
কাণ্ডারী যে, ছাড়ে বা হাল—ধন্য বটে যুগধর্ম্ম।
হুজুগ-বশে আসল ছেড়ে, চালিও নাআর নকল ভেল্ ;
মাথাটি বেশ ঠাণ্ডা করে,'যে যা'র চর্‌কায় দাওগে তেল।

সহজ জীবন

আমার বাপের ভিটায় থেকে, বাড়্ল আমার আয়ু,
দেশের মাটি-জল-বাতাস-তাপ—আমার পরাণ-বায়ু।
জমী চষে' পাই যে আমি—নানা ফসল ধান,
শাক-শব্জী, ফল-মূলাদি, মায়ের অসীম দান।

জুড়ায় তৃষা দীঘীর বারি—ভরা অগাধ মাছে ;
পূব্‌পুরুষের দয়া মাখা, তাঁ'দের পোঁতা গাছে।
দেবীর মতন গাভীর শোভা—কুটির আলো করা,—
নধর গঠন গৃহিণী মোর, সেবায় দু'হাত ভরা।

চাষের তুলা চর্কায় কেটে, সুতায় কাপড় পাই ;
খাওয়া পরার অভাব কভু, আমার ঘরে নাই।
নাই ভাবনা অসুখ হ'লে—আমার আঙিনায়,
পাই যে হেলায় কতই ভেষজ, রোগীর চিকিৎসায়।

নাইক বালাই চিকিৎসকের—মোটর-হরণ্ ঠুকে—
পকেট্ ভরে' ফেরেন যাঁ'রা, রোগীও শিঙে ফুঁকে।
খাইনি কোন ভেজাল জিনিষ—ঢেঁকিশালে ঢেঁকি ;
গাছ-পাথরের পূজা করি,—জীবনটা নয় মেকি।

শিখিনি তাই টাকার ভজন, ছেড়ে ভগবানে ;
জপে থাকি সাঁঝ-সকালে, খাটি দিনমানে।
দুপুরবেলায় অশথ্ ছায়ায়, শীতল করে দেহ ;
শীতের রাতে আগুন পোহাই, নাই মহাজন কেহ।
গভীর ঘুমে রাতটি কাটে, সকালে হই তাজা ;
আমার মতন ভাবনা হীন কি—রাজা, মহারাজা ?

সারি সারি ধানের মরাই, সবুজ মাঠের কোলে ;
মাথার উপর ছড়িয়ে কিরণ, নীল চাঁদোয়া ঝোলে।
হেসে খেলে, ছেলে মেয়ে বেড়ায় মনের সুখে ;
রামায়ণ আর মহাভারত তা'দের মুখে মুখে।

পরের দুঃখ মোচন করে' পাই যে পরিতোষ ;
বাড়ে আমোদ অতিথসেবায়—দোষ দেখ্লেই রোষ।
বাধ্লে বিবাদ কারু সনে, মিটাই কোন মতে ;
উকীল বাবুর কোকিল সুরে, ধাইনা আদালতে।
সহরবাসী চাইনা হ'তে, শিখ্তে কুটিল চাল ;
ভাগীরথীর কোল যেন পাই—আস্‌বে যখন কাল।

নীতি

ধর্ম্মে মতি, জীবে প্রীতি, সাধু সনে সখ্য,—
পরহিত-ব্রত কর জীবনেরি লক্ষ্য।

সোজাকথা

পশুত্বেই ভরা এ জগৎ,
হ'তে চায় মৌখিক মহৎ,
নীতির বড়াই করে'
পিনাল কোডের জোরে,
দেখাই আমরা কত সৎ ;
চলি, বকঃ ধার্ম্মিকঃ বৎ।

২

বিপরীত শিক্ষার কৌশলে,
সাহেব সেজেছি কুতূহলে,
একতার শক্তি ভুলে,
গরিমায় উঠি ফুলে,
দলাদলি করি দলে দলে ;
ভক্তি নাই এদিকে আসলে।

৩

উচ্চে ডাকি দেশকে মা বলে'
ভাই ভাই আমরা সকলে ;
পাকা সোণা হ'তে খাঁটি
ছেড়েছি দেশের মাটী,
তুলে দিয়ে পর-করতলে ;

৪

শিখিয়াছি ফাঁকির কৌশল ;
মুখে এক, মনে আর,—খল।
নিজেরে বিশ্বাস নাই,
অপরকে ডাকি ভাই,
অমায়িক কতই সরল ;
রাগে পেলে উগারি গরল।

৫

শঠে শঠে হয় কোলাকুলি,
মুখে মধু—শঠতার বুলি—
ঠকি যদি একবার,
ভাবি কিবা চমৎকার,
ঠকালে সে—চোখে দিয়া ঠুলি,
গুরু বলে' লই পদধূলি।

৬

পাপ পুণ্য ভেদ কিছু নাই—
থলে ভরে' অর্থ যদি পাই ;
করিয়া বিষম রোষ,
দেখাই যাহার দোষ,
তাহারি প্রসাদ মেগে খাই,
এস লক্ষ্মী—যাওগো বালাই।

পরিহাস

সোজাকথা

১

পশুত্বেই ভরা এ জগৎ,
হ'তে চায় মৌখিক মহৎ,
নীতির বড়াই করে'
পিনাল কোডের জোরে,
দেখাই আমরা কত সৎ ;
চলি, বকঃ ধার্ম্মিকঃ বৎ।

২

বিপরীত শিক্ষার কৌশলে,
সাহেব সেজেছি কুতূহলে,
একতার শক্তি ভুলে,
গরিমায় উঠি ফুলে,
দলাদলি করি দলে দলে ;
ভক্তি নাই এদিকে আসলে।

৩

উচ্চে ডাকি দেশকে **মা** বলে'
ভাই ভাই আমরা সকলে ;
পাকা সোণা হ'তে খাঁটি
ছেড়েছি দেশের মাটী,
তুলে দিয়ে পর-করতলে ;
হাসি খেলি—মজিয়া নকলে।

৪

শিখিয়াছি ফাঁকির কৌশল ;
মুখে এক, মনে আর,—খল।
নিজেরে বিশ্বাস নাই,
অপরকে ডাকি ভাই,
অমায়িক কতই সরল ;
বাগে পেলে উগারি গরল।

৫

শঠে শঠে হয় কোলাকুলি,
মুখে মধু—শঠতার বুলি—
ঠকি যদি একবার,
ভাবি কিবা চমৎকার,
ঠকালে সে—চোখে দিয়া ঠুলি,
'গুরু বলে' লই পদধূলি।

৬

পাপ পুণ্য ভেদ কিছু নাই—
থলে ভরে' অর্থ যদি পাই ;
করিয়া বিষম রোষ,
দেখাই যাহার দোষ,
তাহারি প্রসাদ মেগে খাই,
এস লক্ষ্মী—যাওগো বালাই।

৭

দেশ জননীর অপবাদ
ঘুচাইতে ঘটাই প্রমাদ ;
ক্লাইভ হইতে যত,
লাটে গালি পাড়ি কত,
থামি—পেলে রজত-প্রসাদ ;
নব নব যত 'উমিচাঁদ।'

৮

পড়ে' হই ডাক্তার, উকিল,
পথ লই বড়ই কুটিল ;
কেহ করি প্রাণনাশ,
কেহ করি ধনগ্রাস,
চাল রাখা নহিলে মুস্কিল ;
মুখে ফোটে বেদান্ত ও মিল।

৯

চরিত্র গিয়েছে অধঃপাতে,
চূণকাম করি রোজ প্রাতে ;
রুচির বড়াই করি'
সুকৌশলে যুক্তি ধরি—
গণ্য-মান্য সজ্জনের সাথে,
পণ্যনারী ধন্য হয় রাতে।

১০

সাহিত্যেও ঘোর ব্যভিচার—
অর্দ্ধনগ্না চিত্রের বাহার !
কলা-শিল্প-মনস্তত্ত্ব,
হরি' শুচিতার স্বত্ব
পুরুষার্থে করিয়া সংহার,
ঘটায় যে চিত্তের বিকার।

১১

অন্তঃসার শূন্য মনঃবাক্,
ফেলে দাও সাহেবী পোষাক ;
সিংহচর্ম্মাবৃত গাধা,
ঠেলিতে পারে কি বাধা ?
শোনে যদি কেশরীর ডাক—
প্রাণে তা'র লেগে যায় তাক্।

১২

শৌর্য্য-বীর্য্য-ধৈর্য্য উদ্দীপন
করি' কর জীবন শোধন ;
ইংরাজের দেশভক্তি ?
জাগাও সে আসুরক্তি,—
সাধ' শক্তি লভিয়া মিলন,
আন' হৃদে জাতীয় যৌবন।

কৃতান্ত কীর্ত্তন

(১)

সুদীর্ঘ দাড়ী ; কুঞ্চিত ভালে রক্ত-তিলক কাজ ;
গুম্ফবিদারি' দোদুল দন্ত—কৃতান্ত কবিরাজ।
অট্ট হাসির ঢক্ক নিনাদ—কর্ণপটহ শূল ;
ঘোর তান্ত্রিক, যেন কাপালিক, বাধায় বা হুলস্থুল।
গো-ব্রাহ্মণে গভীর ভক্তি —আকাঙ্ক্ষা করি' লোপ,
বংশ-বৃত্তি ধ্বংস করেছ—সংশয়ে সদা কোপ।
তর্ক-দক্ষ, মোক্ষ প্রয়াসী, ভিষক্ সেজেছে আজ ;
গো-সেবা ক্লান্ত, নৃসেবামত্ত, কৃতান্ত কবিরাজ।

(২)

যশস্বী বটে, সে কৃতকর্ম্মা—মূর্ত্ত অ-সহযোগ ;
দৃপ্ত দুর্ব্বাসা, অগ্নিশর্ম্মা, সোহহং গর্ব্বরোগ।
বিকাইনি মাথা স্বার্থ কুহকে, পরার্থ করি' সার ;—
ষেটের বাছা সে, ষাটটি বরষ হেসেই করিছে পার।
দৈন্যদর্পে ব্যূঢ়োরস্ক— দুর্দ্দিন দলি' পদে—
জীবনে ঠকাতে শিখিল না কভু, ঠকিয়াও পদে পদে।
দান-শৌণ্ডসে, কভু বা ভিখারী, অবিচল সে মেজাজ
বুকে বেদান্ত, মুখে বাপান্ত—কৃতান্ত কবিরাজ।

(৩)

সখের মধ্যে সোণার চস্‌মা, জ্বল্ জ্বল্ করে চোখ ;
ভুলে নিল তা'য় পকেট্‌মারায়, অবাক্ পথের লোক ।
সময়ে তাহার পাবেনাক' দেখা, অসময়ে অকারণ,
হো-হো-হা হা-হাসি, দন্ত বিকাশি,দেন আসি' দরশন ।
পয়সার মায়া পারে না বাঁধিতে, অদ্ভুত, দুর্ব্বার ;
গুরুর নিয়মে, জরুর বিহনে, চরুই স্বপাকাহার ।
তবু ফুটে উঠে দয়ার ফোয়ারা, তাহার হৃদয়-মাঝ ;
ভীষণে কান্ত, শান্ত, দান্ত, কৃতান্ত কবিরাজ ।

(৪)

পণ্ডিত ন্যায়পঞ্চাননের সিদ্ধ সে ভাবী বাণী ;—
'ব'ট করিল সকলি, দেখা'তে মৌলিক-কার্‌দানি ।'
সংসার-নিকষে পড়িল না দাগ—বুদ্ধিতে সে যে খর ;
চিকিৎসাতেও হইয়া প্রবীণ—হ'ল ঘণ্টেশ্বর ।
সার্থক আহা ভবিষ্যবাণী—শাস্ত্রী-সরস্বতী—
ছাপার কালিতে,কালী হয়েগেল,ফুটলনা নিতঃজ্যোতিঃ
তবু সানন্দ, শিশুশ্রী মুখে, অঘোর বিবশ সাজ ;
কি অভ্রান্ত, যেন মোহান্ত, কৃতান্ত কবিরাজ ।

(৫)

অন্ত করিছে যত তা'র কৃত, কৃতান্ত বলি তাই ;
যম ভেবে ভুল করোনা তাহারে,যম-শালী সে সদাই।
রোগীরে দেখিছে,বড়িও দিতেছে,অনুভূতি ভরা প্রাণ ;
কত শত লোক হতেছে নীরোগ, ধন্য নাড়ী-জ্ঞান।
ভাণ নাই তা'র কথায় বা কাজে,ভেষজে,আসবে,দামে;
পেটের অসুখ কলেরায় এনে,বিকাতে চাহে না নামে।
টেঁকে তিনমাস—গঙ্গা-যাত্রা করেছ যাহার আজ ;
এমনি মন্ত্র ধরে অনন্ত—কৃতান্ত কবিরাজ।

(৬)

মর মর রোগী,ধাও তা'র পাশে,শুনিবেনা কথা আর ;
মরেছে যে জন, ছুটিল তাহার করিবারে সৎকার।
তর্কের জালে বিপন্ন দ্বিজে হেরিলে তখনি তা'র—
হাতের রোগীরে ছেড়ে, ব্রাহ্মণে করেন যে উদ্ধার।
ঘণ্টা দশেক কেটে যদি যায়, তাহে ভ্রুক্ষেপ নাই ;
রোগীরে বুঝায়,বিপ্রে বাঁচাতে দেরী হ'য়ে গেল ভাই।
কহিতে সুহৃৎ, তোমার চরিৎ, ছড়াই কথার লাজ ;
হঃ হঃ হঃ হন্ত, আগে কে জান্ত, কৃতান্ত কবিরাজ।

হাতুড়ে

কবিরাজের বড়ী পাকায়,
হরিচরণ সারাদিন ;
নানারকম রঙের বড়ী,
কেউবা পৃথু কেউবা ক্ষীণ ।
মোটেই কিছু বোঝে না সে,
পাকিয়ে যাওয়াই তাহার কাজ ;
কোন্ বড়ী কোন্ রোগে লাগে,
জান্তে তাহার ইচ্ছা আজ ।
সর্ষের মতন বিষের বড়ী,
পাকায় সেদিন দেখ্তে লাল —
যা'র প্রয়োগে কাটে বিকার,
এলে রোগীর নিদানকাল ।
সব ওষুধের সেরা ওষুধ,
হরিচরণ ভেবে মনে,
গোটা পঁচিশ তুলে নিয়ে,
রাখ্লে কাছে সংগোপনে ।
মাসখানেকের ছুটি নিয়ে,
হরিচরণ চল্লো দেশে,
বড়ীগুলো বেঁধে নিলে,
কবিরাজী কর্বে শেষে ।

পরিহাস

গ্রামের রাস্তা হেঁটে হেঁটে,
চল্‌ছে হরি তাড়াতাড়ি ;
সন্ধ্যা হ'তেই পৌছিল সে,
এসে তাহার পিসির বাড়ী।
পিসিমাকে প্রণাম করে,'
বস্‌লো এসে হাত পা ধুয়ে ;
দেখ্‌লে তাহার পিসেমশাই,
ভুগ্‌ছেন জ্বরে শেযে শুয়ে।
জ্বর হয়েছে দু'দিন তাঁহার,
মাথাটা বেশ ধরে' আছে ;
আস্তে আস্তে হরিচরণ,
ব'স্‌ল এসে তাঁহার কাছে।—
"মিছে কেন পিসেমশাই,
ভুগ্‌ছেন জ্বরে দু'দিন ধরে',
আমার কাছে বড়ী আছে,
সেরে যাবেন কাল্‌কে ভোরে।"
পিসেমশাই বল্লেন হেসে—
"কবিরাজী শিখ্‌লি কবে ?—"
পিসিমা তা'র বল্লেন শুনে—
"সে কি ? বছর পাঁচেক হ'বে ;

পরিহাস

হরি আমার কবিরাজী,
শিখ্‌ছে ভাল বন্থির কাছে ;
তোমার কেমন সব কথাতে,
ঠোকর দেওয়া স্বভাব আছে।
ওকি তোমার মন্দ কর্‌বে ?
ওর বড়ীতেই ভাল হ'বে—"
"বিশ্বাস হয় না পিসেমশাই,
দেখুন আমি খাচ্চি তবে।"
বলে হরি খেলে তুটো ;
পিসি বল্লেন "পিসের তোর,—
সন্দেহতে মন্‌টি ভরা,
নাইক একটু মনের জোর।"
এক্‌টা বড়ী, পিসেকে তাই,
খাইয়ে দিলে হেসে হরি ;
জল একটু মুখে দিয়ে,
বল্লে "থাকুন চুপটি করি'।"
হরিচরণ চলে গেল,
খেতে শুতে অপর ঘরে ;
পিসেমশাই গিন্নিকে তাঁ'র,
ডেকে উঠান খানিক পরে।

পরিহাস

"ওগো আমার প্রাণটা এখন,
কোচ্চে বেজায় আইঢাই,
একটু না হয় পাখা কর,
গায়ের জ্বালা কিসে জুড়াই ?"
হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে উঠেন ক্রমে,
জোরে জোরে ফেলেন শ্বাস ;
চেঁচিয়ে পিসি ডাকে—"হরি,
করলি কিরে সর্ব্বনাশ।"
দেখলেন ঘরে নাইক হরি,
দাওয়ায় কিম্বা বাইরে মাঠে ;
"ওরে হরে," চিৎকার করে',
ছুট্‌লো পিসি পুকুরঘাটে।
জলের উপর ভোরের আলো—
শুনচে হরি পিসির হাঁক্ ;
জল থেকে তাই মুখটি তোলে—
মাথায় মাথা পানা-পাঁক্।
"কি খাওয়ালি আলপ্যেয়ে ;
পিসে যে তোর মারা যায় ;"
"আমিই কি ছাই ভাল আছি ?"
বল্‌লে হরি বিষের জ্বালায়।

চিকিৎসা

অন্ধকারে রোগ-রোগী মিলে বাস করে,
চিকিৎসক ছোঁড়ে ঢিল, আঁধারে সে ঘরে ;
লাগিলে রোগের গায়, ঢিল দৈববশে—
পলায় সে রোগ, লোকে চিকিৎসায় যশে।
রোগীরে লাগিলে কিন্তু আঘাত বিশেষ,—
রোগ আর রোগী হয় একত্রেই শেষ।

মদ নয়—আসব

শৌণ্ডিক সনে পথে হ'ল দেখা ঠিক্ তিন দিন পরে,
"একি বাবু আর দেখি না দোকানে ?"
রাধু কহে ক্রূর স্বরে—
"দেখিছ না চেয়ে অশৌচ আমার, ঠাকুরের হ'ল কাল,
হবিষ্য করে' খেতে যাব মদ, হারাইয়া পরকাল ?"
জিহ্বা কাটিয়া কহে শৌণ্ডিক "সে কি কথা মহাশয়,
পণ্ড করিব ধর্ম্ম তোমার একি সম্ভব হয় ?
তবে কি না মোরা শুদ্ধ আচারে, গোপনে যত্ন করে',
আলোচাল থেকে চুয়াই আসব, হবিষ্যাশীর তরে।"
শুনিয়া রাধুর রুক্ষ মেজাজে, পড়িল শান্তি বারি ;
হাসি কহে "তবে দিও আজ থেকে হইয়া শুদ্ধাচারী।"

চাদর

“মদ খেয়ে রোজ চাদর হারা’বে,
কিছুতে শোননা কথা ;
আজ এক ছোটে করগে আপিষ,
চাদর পাইব কোথা ?”
“না না আর প্রিয়ে, চাদর কখন,
হারা’ব না খেয়ে মদ ;
আজিকার মত কর উদ্ধার,
নাকে কাণে দিনু খৎ।”
খুঁজে **শশিমুখী** করিল বাহির,
জীর্ণ চাদর খানি ;
তাই গায়ে দিয়ে আপিষে **মিহির,**
চলিল ভাগ্য মানি।
খাবে না সে মদ - ভীষণ এ পণ
ঠেলিয়া উঠিছে বুকে ;
এক মনে তাই আপিষের কাজ,
করিতেছে হেঁট মুখে।
সঙ্গী তাহার ছিল **রামদাস,**
লক্ষ্য করিল বেশ—
মিহিরের আজ নাহিক স্ফূর্ত্তি,
হৃদয়ে দারুণ ক্লেশ।

পরিহাস

পাঁচটা বাজিল, তবু কাজে মন,
মিহির ওঠেনা আজ ;
রাম এল তা'রে সঙ্গে লইতে,
যা'বেনা সে, ফেলে কাজ।
অর্থাৎ কিনা রামের সঙ্গে,
বাড়ী যেতে রোজ পথে,
মদের দোকানে ঢুকিয়া দুজনে,
নেশা করে বিধিমতে।
নিষ্কৃতি আজ লভিতে মিহির,
গেলনা রামের সনে,
হতাশ হইয়া চলে গেল রাম,
কত কি ভাবিয়া মনে।
রাধাবাজারের পথেই দোকান
ঢুকিয়া তাহাতে রাম,—
হেরিলা অদূরে আসিছে মিহির,
পূর্ণ মনস্কাম—
বাহিরে আসিয়া ধরিল মিহিরে—
"না না খাইব না মদ ;
মাতাল হইয়া চাদর হারাই,
যেতে যেতে সারা পথ।"

পরিহাস

"ভয় নাই ভাই দিতেছি চাদর,
তোমার কোমরে বেঁধে ;
হারা'বে না আর সাথে নিয়ে যাব"
রামদাস কহে সেধে।
আগে গররাজী, ক্রমে নিমরাজী,
রাজী হ'ল তা'র পর ;
মদ খেয়ে দোঁহে টলিতে টলিতে,
ফিরিল যে যা'র ঘর।
ন'টা হ'ল রাত, **শশীমুখী** হেথা,
ভাবিছে আকুল মন ;
এমন সময় সদর দুয়ারে,
কড়া বাজে ঝন্ ঝন্।
ব্যস্ত হইয়া খুলিল দুয়ার,
ত্রস্ত নয়নে **শশী**,—
হেরিল স্বামীর মত্ত মূরতি,
বসন গিয়াছে খসি'।
"হা পোড়া কাপাল" কেঁদে কহে **শশী**,
"কাপড় হারা'লে শেষে ?"
"তা'বলে' চাদর হারাইনি খেপি"
কহিলা সে বাঁকা হেসে।

সুরার স্তব

ঢল্ ঢল্ ঢল্ লালে লাল— তরল সুরা মরি ;
কানায় কানায় উপ্‌চে ফেনায়, নিচ্ছে হৃদয় হরি'।
তুমি রাণী সর্ব্বনাশী, আমরা তোমার রাজ্যবাসী,
তোমার ভাবে মত্ত থাকি, দিবা-বিভাবরী ;
সূর্য্য সবে বস্‌ল পাটে, আমরা যে সব দাঁড়িয়ে ঘাটে,
সাগরটাকে পানের চোটে, নিঃশেষে শেষ করি।
সংজ্ঞা যখন লুপ্ত হ'বে, তখন না হয় ছাড়্‌ব সবে,
লক্ষ্মীছাড়া বেহায়ার দল, আমরা কা'রে ডরি ?
তোমার কৃপায় অধঃপাতেই যাচ্চি সুরেশ্বরী।

মাতালের গান

অনুরক্ত আমরা ভক্ত, তোমার সেবা করি ;
কৃপা করি' কৃপা কর, দেবী, সুরেশ্বরী।
ভাস্‌ব সবাই সুখের কূলে, সকল দুঃখজ্বালা ভুলে,
ভক্তদলে লও গো তুলে, ভরে' পাপের তরি।
চষক ভরে' কর্‌ব পান, ভাবে ভোলা খোলা প্রাণ,
গাইব তোমার যশোগান, আকাশ পাতাল ভরি'।
রেখ করে' চিরদাস, নানান্ রোগে বারমাস,
জীবন যত পা'বে হ্রাস, রাখ্‌বে তুমি ধরি'।
থাক্‌ব তোমার ঝোঁকে সুখে, তোমার স্তুতি ছুটবে মুখে,
পড়্‌ব লুটে ধরার বুকে —দিয়ে গড়াগড়ি ;
যাগ্‌গে পুত্র পরিবার—অনাহারে মরি'।

মদোল্লাস

(ড্রাইডেনের সুরে)

১

হেরিনু স্বপন মরি কি মধুর,
এখনও যেন শুনি সেই সুর,
(অনুকরণের পতন প্রচুর)
উৎসাহ জড়িত ললিত গান ;
রমণীয় কণ্ঠে হইল ধ্বনিত,
রমণীর কণ্ঠ তাহাতে মিলিত,
দিগ্‌দিগন্ত করিয়া কম্পিত,
করিয়া সরস, বিরস প্রাণ।

২

গাহিছে গায়ক, গায়িকামণ্ডলী,
স্বাধীনা রমণী, প্রেমের পুতলি,
ঘোরে আসেপাশে, যেন বা বিজলী,
খেলিছে বিতরি' উৎসাহ-ভাতি ;
রূপে ঝলমল, আজি সভাতল,
সভ্য-সভাপতি-মহিলামণ্ডল,
স্বাধীনতারসে উল্লাসে বিহ্বল,
উদ্যান-ভোজন-সেবনে মাতি।

৩

"ঢাল' ঢাল' সুরা, ঢাল' লো আবার,
আমরা নহিলে জাতির উদ্ধার,
কে দেখায় আর করিয়া বিচার,
কে রাখে অটল জাতীয়মান ?
ফেলে দিয়ে দূরে কলঙ্ক-পশরা
রমণীর মান রেখেছি আমরা,
হেরি সে বীরত্ব স্তব্ধ বসুন্ধরা,
ধর পুনঃ সুখে কর লো পান।"

৪

গরজি আবার উঠিল সে গান—
"বীর বিনা আহা জাতীয় সম্মান,
অটল রাখিয়া মোদের সমান,
কে পারে উজল করিতে মুখ ?
স্বাধীনা প্রকৃতি—সরোজ সমান,
বীর বিনা কেবা রাখে তা'র মান,
বীর বিনা কা'র শোভিবে বুক ?
স্বাধীনা প্রকৃতি—কুসুম সমান,
বীর-বক্ষঃ বিনা কোথা তা'র স্থান,
বীর বই কেবা লভে সে সুখ ?

৫

ধর ধর ধর, সুখে কর পান,
আর তিন বার—স্বাস্থ্যের নিদান,
রাখিতে অটল জাতীয় সম্মান,
ধর হে বচন-কৃপাণ সবে,—
আমরা যখন মিলেছি আবার,
উজলিতে নব স্বাধীনতাসার,
লভিতে হ'বে সে সম্পদ এবার,
তবেত এ পণ পূরণ হ'বে।"

৬

উঠিল সঙ্গীত পিয়ানোর সঙ্গে,
মাতিল সবাই সে সুরতরঙ্গে,
উল্লাস-লহরী বহিল কি রঙ্গে,
বহিল নিন্দিয়া নন্দন-সুখ ;—
"স্বাধীনা প্রকৃতি -বিপুল গৌরব,
কুসুমের যথা মধুর সৌরভ,
বীর বই কা'র উজলে বুক ?
সরোজ সদৃশ—প্রকৃতি স্বাধীনা,
বীর বিনা কা'র হ'বে বাহুলীনা,
বীর বই কা'র উজলে মুখ ?

৭

"এস বীরবালা, ঢাল'ঢাল' ফের,
কিবা আছে আর দ্বিতীয় মোদের,
স্ব্যাট্—বিরাট ধন গৌরবের,
ভরলো পিয়ালা প্রণয়-ভরে ;"
এ যামিনী আজি বড় সুখ ভরা,
হাসে শরতের শশী সহ ধরা,
গড়ায় উল্লাসে, সুরায় বিভোরা,
পত্তন-প্রণালী চেতন হরে।

বাঁচাও

সুরায় বলে জল মিশাতে—মাথা যা'দের মাটী ;
সুরার তাহে ঘটে বিকার, জলও রয়না খাঁটী।
সুরায় এমন বেতার কর্‌তে, কে চায় বল, দাদা ?
তাহার চেয়ে শত গুণে, শ্রেয়ঃ এ জল সাদা।
এটা তুমি বুঝ্‌তে পাচ্চ—জলের মতন বেশ—
কারণ আমার সুরার উপর একটুও নাই দ্বেষ।
বিজ্ঞের মতন ধর গেলাস—কর এ জল পান ;
বাঁচাও আমার টাকা এবং বাঁচাও তোমার জান।

টাকা

(টিপ্পনী)

টাকা—রূপ চাঁদ—পূর্ণ ষোলটি আনায় ;
শশী যথা বিকশিত ষোড়শ কলায়।
ষোলটি শোলকে তাই টাকার এ ছড়া ;
পূর্ণ বটে রসাবেশে—ঠাসে, মিঠেকড়া।
টাকা কারো বশ নয়, রাখে সবে বশে ;—
কৌরবের বাঁধা ভীষ্ম—টাকারই রসে।
সংসারে টাকার কথা সুধার সমান ;
ভণে কবি রসময়, শোনে ভাগ্যবান্।

/০

টাকা—টাকা—টাকা—
তুমি সুশীতল, কঠিন, প্রবল,
রজতে উজ্জ্বল চাকা ;
রাজার মুণ্ড ধরিয়া বক্ষে,
বিশ্বাস আন' প্রজার চক্ষে,
তোমার বসতি যাহার কক্ষে,
তাহারি বচন বাঁকা ;
তুমি দেববর, রূপ মনোহর,
জড়েও অজড়, টাকা।

৸৹

টাকা—টাকা—টাকা—
বাজে তব ধ্বনি, পড়ে যে তখনি,
সকল রাগিণী ঢাকা ;
নর্ত্তকী নাচে, কতই বিলাসে,
গায়িকা, নিত্য গায় তব আশে,
নায়িকার প্রেম ? নায়কের পাশে,
তুমি না থাকিলে ফাঁকা !—
ঢাল' নব রস, কঠিন পরশ—
হলেও তুমি যে, টাকা।

৶৹

টাকা—টাকা—টাকা—
জগতের সার, তুমি গোলাকার,
হে দেব রূপার চাকা !
ওঙ্কার মূক—ঝঙ্কারে তব,
নিমেষে ক্ষান্ত—রণ-বিপ্লব,
লভে শ্রীবৃদ্ধি শিল্প-বিভব,—
দেশের সমৃদ্ধি ছাঁকা ;
হে সুদর্শন, জিনি নারায়ণ-
চক্র তুমি যে, টাকা।

৩

টাকা—টাকা—টাকা—
কবি, শূর, বীর, ধরিতে অধীর,
তোমায় রূপার চাকা;
শত শত লোক ধাইছে নিত্য,
পাইতে তোমায়, হে গোল বিত্ত,
কেহবা মরিছে জ্বলিয়া পিত্ত,
কেহ খায় ভ্যাবাচাকা;
রজতের চাঁদ, পাত' ভাল ফাঁদ,
সুধা-বিষে মাথা; টাকা।

।/০

টাকা—টাকা—টাকা—
সজাগ দেবতা, জুড়াইতে ব্যথা
নিয়ত তোমায় ডাকা;—
বিবাহের পণ করিতে চুক্তি,
কন্যার দায়ে লভিতে মুক্তি,
হইল বিফল—সকল যুক্তি,
বেহাই বড়ই ন্যাকা;
আসে তাঁ'র বোধ পাইলে নগদ,
বরের ওজনে টাকা।

।৵৹

টাকা—টাকা—টাকা—
কত অপকারে, কত উপকারে,
ঘুরিছ রজত-চাকা;
এধারে তোমার জাগিছে কুশল,
ওধারে তোমার অশুভ মুষল,
রজনীর মত ঘুরিছ ভূতল,
পাশাপাশি অমা-রাকা ;
কা'রে কর চুর, কা'রে বা প্রচুর
দাও সুখ—মোহমাখা।

।৶৹

টাকা—টাকা—টাকা—
তোমার বিহনে, হেরি যে নয়নে,
এ ভুবন ফাঁকা-ফাঁকা ;
মিছে এ জীবন, ভূতের এ কায়া,
মিছে ভালবাসা, স্নেহ, দয়া, মায়া,
মিছে সখা, সখী, ছেলে, মেয়ে, জায়া,
জ্যেঠা, মামা, পিসে, কাকা ;
তোমারই স্নেহে বল পাই দেহে,
রুধির, তুমি যে টাকা।

॥৹

টাকা—টাকা—টাকা—

চাষীর কুটীরে, হেরি যে ধনীরে,
ধান তা'র হ'লে পাকা ;
ডাক্তার ঘোরে মোটর হাঁকিয়া,
কৌন্সেল ওড়ে—গাউন আঁটিয়া,
এঞ্জিনিয়ার—হ্যাট্ বাঁকাইয়া,
মুটে ছোটে লয়ে ঝাঁকা ;—
ফেরাও সবারে ভবের বাজারে
হে রজত-রূপী টাকা ।

॥/৹

টাকা—টাকা—টাকা—

পাপ-পুণ্য ভুল, তুমিই যে মূল,-
যতদিন ভবে থাকা ;
তোমার প্রভাবে যশোমাল্য পরি'
সাধু হয় লোক, পরধন হরি',
জিতেন্দ্রিয় সে, ভৃঙ্গতা করি'—
সব দোষ যায় ঢাকা ;
হোক্ কদাকার, ফটো উঠে তা'র,
মদনমোহন বাঁকা ।

॥৵৹

টাকা—টাকা—টাকা—
সংসারীর সার, চাঁদি গোলাকার,
সর্ব্বস্ব তুমি একা ;
তুমিই ব্রহ্ম—নাহিক দ্বিতীয়,
কিবা ছোট বড়—সবাকার প্রিয়,
তুমি না থাকিলে আঁধার যে গৃহ,
হে গৃহ-দেবতা পাকা !
কুরূপা প্রেয়সী হয় যে রূপসী
সাথে যদি আসে টাকা।

॥৶৹

টাকা—টাকা—টাকা—
এত পাশ দিয়ে, বিনা পণে বিয়ে
করে' দায় ঘরে ট্যাঁকা ;
জোগাইতে মন—তরুণী বামার,
দিতে হ'বে তাঁ'রে চিরুণী **সোণার** !
রাখিতে আয়তি চাই যে তাঁহার
হ'গাছি **গিনির** শাঁখা ;
শুনিয়া কবিতা, ভোলে না বনিতা,
চিনেছে তোমায়, টাকা।

৬০

টাকা—টাকা—টাকা—

তুমি ছাড়া নাই মানুষ যাচাই

করিতে নিকষ পাকা ;

কৈকেয়ী, ভরত, দ্রুপদ ও দ্রোণ,

তুমিই দেখা'লে কে কেমন জন,

ত্যাগ ও স্বার্থ—মধুর, ভীষণ

চিত্র তোমাতে আঁকা ;

জেলে যায় **শশী**, কাঁদে চোখ ঘসি'

প্রমদা—ছাড়ে না টাকা।

৬/০

টাকা—টাকা—টাকা—

কাতর ভক্ত, হায়রে শক্ত,

তোমায় ধরিয়া রাখা ;

সদ্ভাবে তব বুঝা যায় বেশ—

জোছনা, বাঁশরী, কোকিলের রেশ,

কুসুমে, মলয়ে, ভরে' যায় দেশ,

ময়ূর মেলে যে পাখা ;

সরিষার ফুল হেরে কবিকুল,

অভাবে তোমার, টাকা।

৮৵৹

টাকা—টাকা—টাকা—
বাড়িলেই লোভ, জেগে উঠে ক্ষোভ,
অশান্তি দেয় দেখা ;
মরণের কালে লুণ্ঠিত ধন,
হেরি' মামুদের ঝরে দু'নয়ন,
সকলি বিফল—বিভব-রতন,
ফেলে যেতে হয় একা ;
'ক্লাইভে'র ফাঁদ, ঘুঘু 'উমিচাঁদ'
মরে, তব শোকে, টাকা।

৮৶৹

টাকা—টাকা—টাকা—
সভা-সমিতিতে, রেসে, রণহিতে,
হাসি মুখে দাও দেখা ;
তোমার কারণে হয় রোজ ফাঁদা—
কতই উপাধি,—বক্তৃতায় কাঁদা,
করুণার নামে তোলা হয় চাঁদা,
দেশে দেশে খুলে শাখা ;
কঠিন, ধবল, কুটিল, সবল,
তুমি যে সচল টাকা।

পরিহাস

১

টাকা—টাকা—টাকা—
তুমি ভরা পেটে   রহিলে পকেটে,
যায় বেশ তেজে থাকা ;
রোগে, শোকে, তুমি দাও বরাভয়,
সৃজন, পালন, ঘটাও প্রলয়,
ঘুরিয়া বেড়াও এ ভুবনময়,
যেন নিয়তির চাকা ;
দেবতার সার,   নমি বার বার,
সাকার রূপার টাকা।

(স্তব)

অখণ্ড মণ্ডলাকারে ব্যপ্ত চরাচরে,
খণ্ডরূপে সুপ্রকাশ—রৌপ্য কলেবরে।
পরিলে লালসাঞ্জন—সুখ-শলাকায়,
ফুটে উঠে দিব্যচক্ষু—লভিতে টাকায়।
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ—টাকা সর্ব্বোত্তম ;
টাকা মর্ম্ম, টাকা কর্ম্ম, টাকাই বিক্রম।
সংসারে সবাই সঙ্—টাকা মাত্র সার,
টাকার চাকার তলে কোটি নমস্কার।

পরিহাস

(অথ মাহাত্ম্য কীর্ত্তন)

১

সব ঠাকুরের সেরা তুমি, সাবাস্ তোমায় টাকা ;
দেখ্ছি এ দুনিয়া-ভূমি, তোমারি এলাকা।

২

তেত্রিশ কোটী দেবতা আছে,
কল্‌কে পায়না তোমার কাছে,
তুমি নইলে হয় যে পাছে,
উপোস করে' থাকা ;
সুস্থ হবা'র পরশমাণিক,
দুঃস্থ দেহের তুমিই টনিক্
বল-বুদ্ধি-ভরসা ক্রমিক
তোমার তরেই রাখা।

৩

জগৎ চালান জগন্নাথ,
কিন্তু তাঁহার কোথায় হাত ?
তোমার চক্রে চল্‌ছে কি হাত
ক্যাবাৎ মজার চাকা !
দাতা তোমার কদর জানে,
দেশের হিতে উদার প্রাণে,
তোমার কীর্ত্তি নিত্যদানে,
দেখান কতই পাকা।

৪

কৃপণ তোমায় করে' জড়,'
মনে মনেই মস্ত বড়,
চিনির বলদ—বৈতে দড়,
ভাগ্যে নাই তা'র চাখা ;
তাপে তুমি গল' তবু,
গলে না তা'র হৃদয় কভু,
তোমার চাপেই হেন প্রভু
ভঙ্গী ধরেন বাঁকা।

৫

ব্যাঙ্কে কর আনাগোনা,
কার্‌বারে যে ফলাও সোণা,
কর্‌তে তোমার উপাসনা,
চাক্‌রি যে চায় ভ্যাকা।
সচ্ছল র'বে নিরবধি,
বইবে যাবৎ জীবন-নদী,
তোমার পুণ্যে উড়া'য়ে দি'—
বিজয়-পতাকা।

কে

আমি কে ?—ত্রিলোকে খুঁজে দেখ একবার ;
গোলকে, নরকে, দেখা পাইবে আমার।

মানুষ

টাকা হ'ল হাতের ময়লা—এলে গেলেই বেশ,
তা'র নেশাটা বড়ই খারাপ, বাড়ায় বটে ক্লেশ।
হ্যাংটার নাই বাট্‌পার ভয়, স্বাস্থ্য হ'ল সার,
জামা-জোড়ায় কাজ কি? বিশাল বুকের পাটা যা'র।
হোক্‌গে জগৎ উলট্‌পালট্‌, তা'র কিবা তা'য় আসে?
সুখদুঃখের ঢেউ মানেনা, থাকে মহোল্লাসে।
ধার কর্ত্তে চাহে না সে—মহাজনের কাছে,—
উঁচু নীচু ভেদ কোথায় আর? শ্মশান যখন আছে।
মানুষ কেন কর্ত্তে যা'বে আপন মাথা নীচু?
যে করে তা'র অধঃপতন—স্বার্থ আছে কিছু।

নয়ক' সাধু—ভণ্ড তা'রা, নিচ্চে যা'রা ভেট;
পরের মাথায় কাঁটাল ভেঙ্গে, ভর্‌ছে নিজের পেট।
ধ্যান—সাঁশাল' শিষ্যা লাভের—বাইরে নির্ব্বিকার;
মুখে—সোঽহং সর্ব্বত্যাগী, নারী নরক-দ্বার।
সিল্ক-গেরুয়া, সোণার চস্‌মা, সৌখীন ভেকের পাল,—
ছড়িয়ে পাতে, বেদ-বেদান্ত-চণ্ডী-গীতার জাল।
পরার্থে যাঁ'র হৃদয় কাঁদে, সেইত মানুষ পাকা;
হোক্‌ বিষয়ী কিম্বা যোগী, মোক্ষ নয় তাঁ'র টাকা।
টাকার লোভে হৃদয়টাকে কর্‌বে কেন ক্ষুণ্ণ?
দশের হিতে, উদার হৃদে, নিত্য বাড়াও পুণ্য।

কর্ম্মী

১

উঠ জাগ' সবে হও অগ্রসর, তোমরা দেশের কর্ম্মী,
বক্তার স্থান হেথা অবসান, কি করিবে বক-ধর্ম্মী?
কর্ম্মের ডাক্ শোন চারিভিতে, জগৎ দিতেছে সাড়া,
সম্মুখে আসি' দাঁড়াও বাঙ্গালী, মেরুদণ্ড করি' খাড়া।

২

পরের কথায় আপনারে হেয়, কখন কোরনা জ্ঞান,
তুমিও তাঁ'দের মত একজন, তোমারো রয়েছে মান।
কর্ম্মের আজ নূতন আলোকে—দীপ্ত অতীত স্মৃতি;
হের, স্রষ্টার স্ফুলিঙ্গ, তব হৃদয়ে করিছে স্থিতি।

৩

তুমিও মানুষ—মানুষের মত ফুলাইয়া চল বুক;
ঘুচাও মনের পরাধীন ভাব—লভিতে মুক্ত সুখ।
কৃষী, শ্রমজীবী, অথবা কেরাণী—কেহই নহেক হীন;
খোল ইতিহাস, কেরাণী 'ক্লাইভ' ছিলনা কি একদিন?

৪

কোর না ভাগ্য বিক্রয় কভু, অপরের পদতলে;
কর্ম্ম করিয়া যাও হে কর্ম্মী, শৌর্য্য-সাধুতা-বলে।
অর্থের দাস হয়োনা—ক্ষুদ্র স্বার্থের মোহাবেশে;
করে' যাও কাজ—কর্ম্মি-চরণে—অর্থ লুটায় এসে।

দেশের মাটি

দেশের মাটি ছেড়ে দিয়ে, দেশটা মাটি কচ্চি সবাই ;
ত্রিশঙ্কুবৎ শূন্যে থেকে, পরের হাতেই হচ্চি জবাই।
মাড়বার,দিল্লী,গুজরাটবাসী,ব্যবসায় ধনী বাংলায়এসে ;
ইঙ্গবিদ্যার রঙ্গে ভঙ্গে বঙ্গের ছেলে বেড়ায় ভেসে।

নিছক সত্য বিষম তিক্ত,মিথ্যার মোহে মজগুল্‌দিল্‌ ;
বিনা চিনির আচ্ছাদনে চলেনা আর কুইনিন্‌ পিল্‌।
স্বদেশীতে বিদেশী ঢঙ্‌— মজ্জাগত হাড়ে হাড়ে ;
সর্ষের ভিতর ভূতের বাসা,সে সর্ষেতে ভূত কি ছাড়ে ?

এমনি আমরা জন্মান্ধ যে,শিশুর খাদ্য পাইনা দেশে ;
এলেন্‌বরি-হর্লিক্স-মেলিন্স,বিলাত থেকে যোগায়হেসে।
নিষ্ঠাচারে ঘুণ ধরেছে— মালা-তিলক-টিকিই সার ;
চায়ের পাত্রে চুমুক বিনা, ভোরের বেলা উঠাই ভার।

আহার বিহার পরিচ্ছদ,কি গৃহ সজ্জা, যে দিকে চাই—
পরের জিনিষ ঘরে ভরা— নিজের বলে' কিছুই নাই।
খোল্‌, বেসন, কি মাথাঘসায়, হয় না অঙ্গ পরিষ্কার ;
নকলনবীশ সাবান-এসেন্স, বাড়্‌ছে দেশী কারখানার।

পরিহাস

বিলাত করে’গড়্‌তে চাই দেশ,এম্‌নি মায়েরপ্রতিটান ;
ইংরেজেরি মানস-পুত্র—দেশের যত সুসন্তান।
গোলামিতে ভরা চিত্ত, ঘোলায় নিত্য পূর্ব্বস্মৃতি ;
বিদ্যাপীঠতাই গাছতলায় নাই,বিল্ডিংএতেইপরমপ্রীতি।

শিক্ষা এখন বিজ্ঞান-বলে, ফুট্‌বলেতেই চাল্‌ছে প্রাণ ;
কুস্তি কিম্বা কপাটির আজ,দাঁতকপাটি নাই সে মান।
খাদ্য বিপর্য্যয়ে নিত্য, হ’চ্চে স্বাস্থ্যের মাথা হেঁট ;
মেলেরিয়ায় মজেছে দেশ, যকৃৎ প্লীহায় ভর্‌ছে পেট।

ধ্বংসের মুখে ধাইছি সবাই,ভাব্‌ছি কি ছাই পরিণাম
পিছুচ্ছি,তাই পলাই বেঁচে,আপনি বাঁচ্‌লে বাপেরনাম
গানের নেশায় মত্ত হয়ে,গেয়ে বেড়াই ‘আমার দেশ’ ;
ি দান কালের হরিনামএ,—কণ্ঠাগত জীবন শেষ।

তবু আশা দেখাচ্ছে পথ—দিচ্ছে আবার নূতন প্রাণ
কৃষী-শিল্পে, দেশের কাজে, রাখ’ স্বমর্য্যাদা জ্ঞান।
দেশের মাটী কাম্‌ড়ে ধরে’ ছেড়ে বিলাস, সহর-বাস
পল্লী **মা**-টির কর্‌গে সেবা, মানুষ যদি হ’তে চাস্‌।

ঘুড়ি

খুব উঁচুতে উঠে ঘুড়ির মাথা গেল ঘুরে ;
কর্‌লে জাহির আপনকথা, তেজে জাঁকের সুরে।—
"নিজের জোরে উঠ্‌তে আমি পারি না যে আর,
সূতা বেটাই নীচের দিকে টান্‌ছে অনিবার।
নইলে আমি চলে' যেতাম মেঘগুলোকে ফুঁড়ে ;
সে উঁচুতে পারেনাক—চিল্‌ও যেতে উড়ে।
তবে কেন থাক্‌ব আমি, হ'য়ে পরাধীন ?"
সূতার বাঁধন ছিঁড়ে ঘুড়ি, হ'ল সহায় হীন।
নিজের ভারেই অধীর হ'ল—উড়া দূরে থাক্ ;
বাতাস-দোলে পড়্‌ল ভূমে—ভেঙে গেল জাঁক।
মূঢ়ের মতন হ'ল পতন—গরব করে' নানা ;
সূতার টানেই ঘুড়ি ওড়ে—বিধান যে চাই মানা।

সমস্যা

তপন, কিরণদানে, কমলে ফোটায়,
ছুটে এসে মধুকর, মধু লুটে খায়।
গর্ব্বভরে, ধনবানে কেনে দামী বই,
জ্ঞানবানে পড়ে তাহা, করে' যুৎসই।
এ সমস্যা, দুনিয়ায় বুঝাযায় কই ?
'যা'র ধন তা'র নয় নেপো মারে দই।'

ঘোড়া

(বালকের রচনা হইতে পয়ারে গ্রথিত)

অশ্ব মানে ঘোড়া—বড় ভাল জানোয়ার ;
চারি কোণে খুঁটি সম, চারিটী পা তা'র।
সমুখে তাহার মুখ, পিছে লেজ ঝুলে ;
হাতীর দু'দিকে কিন্তু দু'টী লেজ দুলে।
ঘোড়াদের পায়ে জুতা, আমাদের মত ;
খুলিতে দেখিনি কিন্তু হইয়া বিব্রত।
অশ্ব আছে নানাজাতি, বিবিধ আকার ;
ঘাস-ছোলা-নিরামিষ এদের খাবার।
নাকেতে তিলক কাটা—বাবাজীর মত,
ঘোড়া দেখা যায় পথে, ছোট বড় কত।
বাজী—মানে ঘোড়া, কিন্তু বাবাজী তা'নয়,
বাবাজী,মাল্‌পো-ভক্ত,হরি-কথা কয়।
ছুঁচাবাজী, হ'তে পারে ছুঁচাদের ঘোড়া ;
ডিগ্‌বাজী, বাঁশবাজী, এরা তা'র জোড়া।
ছায়াবাজী—একবার দেখেছিনু বটে ;—
ঘোড়া নয়—ঘোড়ার মতন কিন্তু ছোটে।
পক্ষীরাজ ঘোড়া উড়ে' বেড়ায় আকাশে ;
ঠাকু'মার গল্পে শুনে, চোখ বুজে আসে।

পরিহাস

সশব্দে আকাশে ওড়ে, কলের জাহাজ—
পক্ষীরাজ ঘোড়ার সে, ডানার আওয়াজ।
আমার কাঠের ঘোড়া, একেবারে লক্ষ্মী ;
ছোটালেই ছোটে, আর উড়ালেই পক্ষী।

ঘোড়ার মতন আমি চাহিনা হইতে ;
রোদে ছুটাছুটী করে' কে যা'বে মরিতে ?
গরুর মতন হলে' আছে বটে সুখ ;
ঘরে বসে' জাব খাও—নীচু করে' মুখ।
কটা, কাল, লাল, পীত, পাটকিলে, শাদা,
ঘোড়া ধরে নানা রঙ,—ধরে না তা' গাধা
বাঙ্গালী, ঘোড়ার মত বিবিধ বরণ ;
সাহেবেরা একরঙা—কা'দের মতন ?

আয়না

পিছন দিকে দাঁড়াও যদি—
আমি তোমার নই ;
সাম্‌নে আমার এলে—
তোমায় বুকে করে' লই।

নিবৃত্তি

(১)

উথ্‌লে উঠ্‌ল স্বদেশ-ভক্তি—'বন্দেমাতরম্'
বলেই আমি করে' ফেল্লাম প্রতিজ্ঞা ভীষণ।
ছোঁবনা আর বিলাতী চিহ্ন্—যত দূর যা' পারি—
সইটাও শেষ করে দিলাম—বড়ই তাড়াতাড়ি।

(২)

একদমেতে ত্যাগ কল্লেম মুখের বার্ডসাই ;
(তা'র বিরহে, প্রাণটা বটে কচ্চে আই ঢাই।)
দেশের লোকে ধর্‌লে সাম্‌নে এনে দেশী বিড়ি,
ধুমপান কি ছাড়া যায় ?—পেলাম স্বর্গের সিঁড়ি।

(৩)

বিশেষ মায়ের স্নেহের সে দান—দিলাম সুখে টান,
হোগ্‌গে তিক্ত—বাঁচে যদি স্বদেশ-ভক্তপ্রাণ।
মুখে আগুন সারই হ'ল—প্রাণ গেল কি করি,
এমন সময় উঠ্‌ল দেশে 'সিগার' মরি মরি।

(৪)

টান্‌লেম এনে দেশী সিগার—বেশ বিদেশী গন্ধ ;
বিশ্লেষণে কাজ কি ?—টান্‌চি করে' চক্ষু বন্ধ।
ভাব্‌ছ কি ভাই ? বাক্সে দেখ এই স্বদেশী ছাপ ;
ত্যাগের চেয়ে টানাই ভাল—বাঁচা গেল বাপ।

(৫)

প্রতিজ্ঞাটা সহজ বটে—পালনের নাই শক্তি ;
বিলাসিতায় মগ্ন থেকে দেখাই স্বদেশ-ভক্তি।
'যতদূর পারি' এই একটা কথার জোরে,
চল্‌ছে সবই—ভেদটা কিছুই নাইক পূর্ব্ব-পরে।

(৬)

তা'রি জোরে হুইস্কি ঢালি, চালাই মটর-কার—
দেশের টাকা যাচ্চে উড়ে ?—অভাব কার্‌খানার।
কুহক-বলে লাগিয়ে চমক, বাহির করে' পৈতে—
বক্তৃতা দিই শাস্ত্র-মতে—নৈলে কি আর সৈতে ?

(৭)

ভিক্ষুকেরও ভিক্ষা নিয়ে, ভরাই টাকার থলে ;
দেশের কাজ এ, মায়ের কাজ যে—উচ্চ গলায় বলে'।
সোজা বাঙ্গালায় লেক্‌চার দিচ্ছি, সাহেবী বেশ খুলে ;
কালী-গঙ্গায় মান্‌চি এখন, সাহেব-দেবতা ভুলে।

(৮)

অসুর-মায়ায় পশুর দলে, ধরি' আশুগতি,
বৃটিশ-দ্রব্য বয়কট্ করে'—সেজেছি আজ সতী।
স্বার্থপর, তাই প্রবৃত্তির দাস—নিবৃত্তিটা ভাণ ;
মূলে কিন্তু—গোরার প্রতি গাঢ় অভিমান।

বাহুবল

দুঃখে যখন ঝর্‌ত নয়ন ধারা,
তুলেছিলাম কতই হাহাকার ;
সখারা সব ভেবে ভেবেই সারা,
অপরে পথ দেখ্‌লে যে যাহার।
মৌখিক তাঁ'রা দিতেন উপদেশ,
পাছে কিছু চেয়ে বসি ধার ;
শুনিয়ে দিলাম আমি তাঁ'দের শেষ,
কৃপা করে' এসনাক' আর।
ভরসা আমার—ভগবান্ আর হাত,
জুটে যা'বে এতেই কাপড় ভাত।

সাহস এল, পেলেম বুকে বল,
পরাণ ভরে' কাজে দিলাম মন ;
হাতে খেটে দুঃখ গেল তল,
পয়সা এসে দিলেন দরশন।
সখাদের সব পেলেম আবার ফিরে,
তা'দের মলিন মুখে ফুট্‌ল হাসি ;
সুখের সাথী ঘুর্‌ছে জগৎ ঘিরে,
চল্‌চে ফাঁকির ভালবাসা-বাসি।
সহায় থাকুন্, ভগবান্ আর হাত,
পরম সুখে কাট্‌বে দিবা-রাত।

হিতে বিপরীত

পড়ে' পড়ে' চোক গেছে খরে',
মধু দেখে টেবিল উপরে,—
একগাছি মালা সুচিকণ
ফুলগুলি বিবিধ বরণ।
সযতনে, তাজা র'বে বলে'—
রাখে মালা ভিজাইয়া জলে ;

অতঃপর চসমা আঁটিয়া
'মায়াবাদ' পড়ে মন দিয়া।

বধূ আসি' সুধা'ল তাঁহায়—
"মালা মোর রাখিলে কোথায় ?"

আনমনে মধু তা'রে বলে—
"যতনে রেখেছি ওই জলে।"

"হা কপাল—কাগজের ফুল
চোখেও দেখনি—এত ভুল !
সখের মালাটি দিলে জলে ?"

"নকল !—তা' বুঝিনি আসলে।"

বিফল মিলন

হাতটি ধরে' মিলেছিনু,
হয়নি মিলন হৃদয়-মনে ;
আর কখন' হাতটি ধরে'
মিল্‌বনাক তোমার সনে।
মিশেছিলাম সেদিন বটে--
· সখা বলে' তোমায় আমায়,
দেখ্‌ছি কেবল মুখের আলাপ,
সে অনুরাগ এখন কোথায় ?
তোমায় ভালবেসেছিলাম—
লয়ে বুকে শত আশা ;
বৃথায় গেছে—বৃথায় গেছে—
বারেকের সে ভালবাসা।
হাতটি ধরে' মিলেছিনু,
হয়নি মিলন হৃদয়-মনে ;
আর কখন' হাতটি ধরে'
মিল্‌বনাক তোমার সনে।

রসনায় বেশ রসান্‌ যাহার,
যায় না বুঝা তাহার মন ;
হৃদয় এসে মেশে না তাই,
পেলে হাতের পরশন।

পরিহাস

মরমে বিষ, মুখে সুধা,
তা'তেই বেশী বিপদ ঘটে ;
কপট সখা চাইনা আমি,
বরং অরি ভাল বটে।
সাম্‌নে পাহাড় দেখ্‌তে পেলে,
জাহাজ তবু বাঁচ্‌তে পারে ;
থাক্‌লে পাহাড় জলে ডুবে,
বাঁচায় বল' কে তাহারে ?
হাতটি ধরে' মিলেছিনু,
হয়নি মিলন হৃদয়-মনে ;
আর কখন' হাতটি ধরে'
মিল্‌বনাক তোমার সনে।

বিদায় তবে—বিদায় তবে,
চাইনা হাতের পরশন ;
ধর্‌ব না আর হাতটি তোমার,
এই বাসনা সারাখণ।
কাতর হয়ে' বল্‌চি তোমায়,
কর দেখি পরিহার—
আমাদের এ মৌখিক বিনয়,
হৃদয় হীন এ শঠতার।

তবেই দোঁহে হ'তে পারি,
হৃদয়-সখা, এখনো ভাই ;
আমিও যদি ঘৃণা টুকু,
একেবারেই ভুলে যাই ।
হাতে হাতে সংযোগ হ'লেই,
হয় না মিলন হৃদয়-মনে ;
আর কখন' হাতটি ধরে',
মিল্‌বনাক তোমার সনে ।

বিধান

দিলেন ব্যবস্থা আসি' শেষে পুরোহিত,—
'এ রোগের প্রায়শ্চিত্ত এখনি উচিত ।'
রোগী কহে "প্রায়শ্চিত্ত করে কোন্ জন ?—
যা'র কোন' আশা নাই—নিকট মরণ ।"
শিহরিয়া পুরোহিত কন্—"যমদূত
সিঁড়িতে উঠিতে আমি দেখিনু অদ্ভুত ।"
"সত্য না কি ?" কহে রোগী "চেহারা কেমন ?"
"ঘোর কাল—ভীষণ সে—মোষের মতন ।"
"বুঝিয়াছি" কহে রোগী হাসিয়া খেয়ালে—
"দেখেছেন আপনারি ছায়া সে, দেয়ালে ।"

স্পষ্টকথা

ফুরাইয়া যায় বেলা,
তোমার এ লীলা-খেলা,
সাঙ্গ কর' এই বেলা—
দিন হ'ল শেষ;
জগতের জীবগণ,
জন্ম-অন্ধ-অচেতন,
জানে না কে ত্রিলোচন—
কেবা পরমেশ?
ভুলা'তে তা'দের সব,
ধর নিত্য অভিনব,
হাব-ভাব—কি কৈতব,
দেখাও অশেষ;
কভু নেচে, কভু হেসে,
ভুলাইয়া অবশেষে,
সেবা চলে বিনা ক্লেশে—
নাহি চিন্তা-লেশ।
ধরেছ মস্তকে জটা,
ভালে ত্রিবলীর ঘটা,
গেরুয়া-বসন-ছটা,
আঁটা কটি-দেশ;

শুনায়ে বিচিত্র বুলি,
দিতেছ চরণ-ধূলি,
সবার মস্তকে তুলি'
হইয়া ভবেশ।

প্রভু হয়ে' কুতূহলে,
সুখে দিন যায় চলে',
এ দিকে মায়ার কলে
হয়ে' আছ মেষ;
দেখেছ কি চক্ষু মেলে ?—
কি উপায়ে যা'বে ঠেলে'
শিয়রে কৃতান্ত এলে
হ'লে আয়ু শেষ।

চাও যদি পরিত্রাণ,
ত্যজ তবে অভিমান,
শীঘ্র ছাড় মিথ্যাভাণ,
ভণ্ডামীর বেশ;
হ'য়ে আছ কেষ্ট-বেষ্ট,
হ'লে হ'তে পার রুষ্ট,
কিন্তু ভাই, বলা স্পষ্ট
সব চেয়ে বেশ।

ভালমন্দ

সজ্জনের শ্রেষ্ঠ গুণ—স্বল্পে পরিতোষ ;
অথচ রাজার পক্ষে,তাই মহাদোষ।

নারী, লজ্জাশীলা হ'লে, প্রশংসে সবাই ;
বিলাসিনী পক্ষে তাহা,বিষম বালাই।

গৃহস্থের—পুত্রলাভে ফুলে উঠে বুক ;
ধনীর সংসারে, কন্যা বেশী হ'লে সুখ।

আশায়—জীবন বাড়ে, লালসায়—নাশ ;
বিদ্যা—কামদুঘা ; তৃপ্তিলাভে—স্বর্গবাস।

সুবিধা

মাংস কেনো—দিতে হ'বে হাড় তা'র বাদ ;
মাছ কেনো—কাঁটা, আঁসে, ঘটায় প্রমাদ।
ফল কেনো—ফেলা যা'বে খোসা, বীচি, আঁটী ;
দুধ কেনো—কখনই পা'বে না সে খাঁটী।
সুরা কেনো—ভেল নাই, সবটাই সার ;
মাত্রা ঠিক্ রেখে খাও—সদ্ব্যয় টাকার।

*　　*　　*　　*

'ঔষধার্থে সুরাপান' যুক্তি বটে বেশ ;
নেশায় পড়িয়া, ঘটে সর্ব্বনাশ শেষ !

চিঠি

দেড় ঘণ্টায় চারটি মাইল, রোজ বেড়াচ্চি ভোরে ;
সুধীর সনে মহিম্নস্তব, পাঠ কচ্চি জোরে।
চার পুরুষের(?)আমদানীতে মুক্তি নাইক মোটে ;
মেজাজ যত ঠাণ্ডা রাখ্‌ছি—ততই যাচ্চি চটে'।
রাজ-ডাক্তার ব্যবস্থা দেন—খেতে একটু ঘোল ;
দোলা ছিঁড়ে পড়ে গেলাম—যেমন খেলাম দোল।
সাঁওতাল নাচের শব্দ শুন্‌চি,বেজে উঠ্‌ছে ঢাকে ;
কাঠবিড়ালী ছেড়ে **মকা**—হাতী গেলেই ডাকে।
দা—দা—দা—দা বলে', **তারা** টলে' টলে' হাঁটে ;
বাবাকে তা'র খুঁজে বেড়ায়—গোলাপ বাগের মাঠে।
মাছ ছেড়েছি—আর জানইত খাইনা আমি বক্‌রি ;
কিন্তে কিন্তে ক্লান্ত হচ্চি, তেল, নূন, ঘি, লক্‌ড়ি।
তা'র উপরে জলের কষ্ট,বল্‌ব কত আর ;—
বাড়ায় বাতিক 'কার্ত্তিক'-বেটার ধৃষ্ট ব্যবহার।
দুধে ভাতে আছি বটে, বাঁচ্‌ছে তা'তেই প্রাণ ;
ভাবনা—'চিন্তা' গেছে ছেড়ে ; সহায়—'ভগবান্'।
তা'র উপরে তোমার অসুখ, ভুগ্‌ছ গিয়ে ঘরে ;
দেখে শুনে, বুকটা আমার ধড়াস্ ধড়াস্ করে।
তবু পূজার সময় ভায়া, সকল দুঃখ ভুলে,—
বিজয়ার এই আশিস্—সবায় জানাচ্চি প্রাণ খুলে।

ফর্দ্দ

ষোলআনা মিহিদানা, আর দু'টাকায়—
ষোলজোড়া পাকে পাকে ন্যাংড়া-বম্বায় ;
একপণ লিচু, আর বিশ জামরুল,
দু'দের পটোলে, হ'ল টাকাটি ওশুল।
বাকি টাকা—ঝুড়ি, কুলি, রেলের মাশুল ;
পঞ্চ মুদ্রা হ'ল শেষ—হিসাব নির্ভুল।
সুখ দিবে আশা করি, পাঠালেম যাহা ;
পথে মারা গিয়ে যেন—বাড়ায় না হাহা।

ন্যায় দর্শন

ভাব্‌ছি বসে বসে ভায়া, ভগবানের ন্যায় কি সূক্ষ্ম ;
কিন্তু সেটা যায় না বুঝা, এইটে হচ্চে মহাদুঃখ।
দেখনা এই টাট্‌কা ঈলিস্, বাড়ায় ক্ষুধা কি প্রবল,—
গঙ্গাগর্ভে বসতি যা'র, গভীর জলে—কি শীতল !
একটি খেলেই পেটটি গরম, ফলটি তাহার বিপরীত ;
খাবার সময়,আঃ কি স্বাদু ! জ্ঞান থাকেনা হিতাহিত ;
আবারদেখ,কি উচুঁতে,নারিকেল-কাঁদি ঝুল্‌ছে গাছে।
রোদের তাপে হচ্চে গরম,ডাবেরপেটে যে জল আছে।
পান কর তা'কি সুশীতল, পেটের গরম কেটে যা'বে ;
ঈলিসখেয়ে যাচ্ছিলপ্রাণ,আবার সে প্রাণ ফিরেপা'বে।
এ যে অদ্ভুত দর্শন ভায়া, ভগবানের ন্যায় কি সূক্ষ্ম ;
যুক্তি তর্কে যায় না বুঝা, এইটে হচ্চে মহাদুঃখ।

বর্ষ বর্ত্তন

১

সন তেরশ উনত্রিশ সাল,কাল-সাগরে ডোবে—ডোবে,
পেলাম আমরা হাতে কিযে,হিসাব করে'দেখি তবে।—
বিশ্ব-বিদ্যার সরস্বতী,— দিলেন এতই বিদ্যা-ভার,
মেধা, বিষম ধাঁধায় পড়ে', চসমা চোখে অস্থিসার।

২

নীতির এখন পথে, ঘাটে, দেখ্‌ছি নিত্য অপমান ;
জাল-জচ্চুরি-জুয়ার স্রোতে, ভাস্‌ছেন সাধু মতিমান্।
প্রতিভার সে সিংহ-মূর্ত্তি— কোথায় তেজের পরিচয় ?
ফির্‌ছে মাথায় ফেরুর ফন্দী, ভুলে গেছে আত্মজয়।

৩

দেখ্‌ছি বটে 'স্যর আশুতোষ', রাজশার্দ্দূল বাঙ্গালার,
দেখালেন, ত্যাগ-পত্রের তেজে,শক্তি-আত্মমর্য্যাদার।
হিন্দুহিন্দুর স্বদেশ-প্রীতির খুলে গেল আবরণ ;
পাশ হ'ল না তাইত আইন,গোকুল-বিনাশ-নিবারণ।

৪

অসহযোগ করবে কি আর ? পক্ষাঘাতে পঙ্গু সব ;
গৌরের বিল—সহযোগের তুল্‌লে ধ্বজা অভিনব।
নিমকহারাম্ নইক মোরা, গরীবের যে সম্বল নূন ;
মান্‌লেনা তা'লাটের কলম— সদস্যদের মুখটি চূণ।

৫

ধনীর গরম যাচ্চে কেটে, শ্রমীর এখন পৌষমাস ;
মাঝে আছেন মধ্যবিত্ত— শিয়রে তাঁ'র সর্ব্বনাশ ।
দেশের বুকে রেলের বাঁধন, সুখের বাহার অয়স্‌হারে ;
বাড়ছে মারী—বন্যার স্রোতে বঙ্গ ভাসে হাহাকারে ।

৬

দেখ্‌ছি তা'তেই ফল্‌ছে সুফল, ব্যথার ব্যথী দেশের ছেলে,
আতুর সেবায় উঠ্‌ছে জেগে, আচারজীর্ণ ধর্ম্ম ফেলে ।
হাল ধরেছেন 'স্যর প্রফুল্ল'— প্রফুল্ল তাই ছাত্রগণ ;
ত্যাগীর শক্তি নিত্যজয়ী— 'দেশবন্ধু' তা'র নিদর্শন ।

৭

চর্‌কা ঘোরে নিত্য বটে — চড়কের পাক্‌ বরষ-শেষ ;
দেপাক্‌-দেপাক্‌, হাসাও সবায়, হেসেও নাও ভুলে ক্লেশ ।
ভালমন্দ কাজ কি বিচার ? কাজ করে'যাও হাসিমুখে ,
স্বাগত—হে নববর্ষ— হর্ষভরা আশা বুকে ।

জীবন

জীবনটা যে নাট্যশালা, বল্‌তে পারি বেশ ;
এখানে নট, কলা-বিদ্যা দেখায় সবিশেষ ।
কেহবা হেসেই কাটায় জীবন—যেন প্রহসন ;
কেহবা কেঁদে দেখায়—ভুবন, দুঃখে নিমগন ।

দোষ কা'র

স্বামী...

এত চুণ দিয়ে পান আর কভু
সাজিওনা প্রিয়তমা,—
মুখ পুড়ে' গেল—আজিকার মত
করিনু তোমায় ক্ষমা।

স্ত্রী...

ক্ষমাগুণে ভরা দেবতা আমার
বচনে হইনু সুখী ;
তোমার বকুনি, বুঝিনিকি আমি,
ভাব' আজ' কচিখুকী ?

স্বামী...

খুকী কেন হ'বে ? সেটা বুঝি বেশ,
বয়স গিয়েছে বেড়ে ;—
নহিলে কি এত, নথ-নাড়া দিয়ে
সমুখে এসেছ তেড়ে ?

স্ত্রী...

আমারি বয়স বাড়িতে দেখেছ,
কি তোমার পোড়া চোখ ?
আমার চেয়ে যে তুমি ঢের বুড়ো,
জানে তা' দেশের লোক।

স্বামী...

আমি বুড়া হই, ক্ষতি নাই তা'য়,
তুমি বুড়ী হ'লে মাটী ;—
সাধ করে' হায়, পরাব কাহায়
এনে টাঙাইল সাটী।

স্ত্রী...

সাধের বালাই নিয়ে মরে' যাই,
পাইনাক দেশী সাড়ী ;
কি প্রাণের সখ্—বাচিয়ে খবচ
শ্রীমুখে ছাগল-দাড়ী।

স্বামী...

তোমার কি ক্ষতি, বল না তাহাতে ?
এ তোমার বড় ভুল ;—
দাড়ি ফেলে দিব ? আগে কাট' দেখি
তোমার চিকণ চুল।

খোঁপা কেটে দিবে ? দাও, কেটে দাও,
আমিই হয়েছি দুখী ;
পান খেয়ে, মুখ পুড়ে গেছে ভাই,
বলিতেছ যাহা খুসী।

পরিহাস

স্বামী…

দোষ যদি নিজ বুঝে থাক প্রিয়ে,
মিটে গেল গোলযোগ ;
যে যাহার দোষ বুঝিতে পারিলে
থাকে না যাতনা-ভোগ ।

স্ত্রী…

জানিতাম আগে, পান থেকে চূণ
খসিলেই হয় দোষ ;
জানিলাম আজ, বেশীতেও তা'র
দেবতার বাড়ে রোষ ।

স্বামী…

জেনে রাখ' আরো, যে, ভালবাসার
সংযম মহাগুণ,
কম হ'লে ঝাল—বেশীতেও জ্বালা
যেমন পাণেতে চূণ ।

স্ত্রী…

নুনটাও ঠিক্ ভালবাসা সম,
বেশী-কমে বাধে গোল ;
তুমি-আমি কেহ, নহি কম-বেশী
আমি কাঁসি, তুমি ঢোল ।

উভয়ে…

হরিবোল ! হরিবোল !!

প্রাচীন ছবি

১

আমার চক্ষে হচ্চ প্রতিভাত—
কে তুমি মা সৌম্যবেশা নারী ?
কুশের বলয়, তোমার দু'টি করে,
পরণে, এক রাঙাপেড়ে সাড়ী।

২

ঊষার মতন সোণার ভূষায় সেজে,
রাজার রাণী, তীরে ঊষালোকে ;—
গঙ্গাস্নানে তোমার বিশদকান্তি,
দেখ্‌চেন চেয়ে মহিমময় চোখে।

৩

দেবী তুমি—হে নিরাভরণা,
শান্তময়ী—দিব্য স্বাস্থ্য-ছটা ;
অলঙ্কারের সেরা অলঙ্কার—
সীমন্তে ঐ দীপ্ত সিঁদুর ফোঁটা।

৪

সদ্যঃ স্নাতা—কি পবিত্র মনা,
মায়ের আমার সদানন্দ প্রাণ ;
রাণীর সজ্জা, জাঁকজমকে ভরা,—
হয়ে' এল তাহার কাছে ম্লান।

রাণী, তখন ভক্তিপ্রবণ চিতে,
লুটিয়ে পড়্‌লেন মায়ের চরণ' পরে ;
শুভ আশীর্ব্বাদে—মা আমার,
উঠালেন তাঁ'য়, ধরে' স্নেহের করে।

৬

বল্লেন রাণী—কি বিনীত স্বর—
"হে জননী, আদেশ করুন মোরে,—
যদি কোন অভাব থাকে তব,
ঘুচা'ব মা, আমি ভক্তিভরে।"

৭

ভেবেছিলেন রাণী মহীয়সী,
অধ্যাপকের ভূষণহীনা সতী,—
ইঙ্গিৎ যদি করেন ঘুণাক্ষরে,
সাজাব তাঁ'য় দিয়ে জহরমোতি।

৮

"আমার অভাব ? কৈ কিছুত নাই"
বল্লেন সতী, শুচি হাস্তময়ী ;
(সন্তোষ যাহার বিরাজ করে চিতে
লোভের মুখে সে জন চিরজয়ী।)

৯

"অধ্যাপনায় সদানন্দ প্রাণ—
স্বামী আমার, বিদ্যাদানে রত ;
গুরুগৃহে, ব্রহ্মচর্য্যধারী
শিষ্যেরা সব, চির অনুগত ।

১০

"কিসের অভাব ? তা'রাই ভিক্ষা আনে,
রেঁধেবেড়ে খাওয়াই সুখে আমি ;
কোন অভাব থাকে না সে নারীর,
পেয়েছে যে শিবের মত স্বামী ।"

১১

ক্ষুণ্ণ মনে, নাম্‌লেন স্নানে রাণী,
বন্দি' মায়ের চরণ ভক্তিভরে ;
ফুল্ল মনে—"আয়ুষ্মতী হও"
বলি' দেবী ফিরে গেলেন ঘরে ।

সৌজন্য

"ভেঙ্গে দিলে প্রিয়ে, মোর সুখের স্বপন ;
ভ্রমিতে ছিলাম আমি, নন্দন-কানন ।"—
"দেখেছ নিশ্চয় তথা, অপ্সরী—কিন্নরী ?"
"দিলেনা যে সে সুযোগ, তুমিই সুন্দরী

মিনতি

১

তোমরা ললনা, ধৈর্য্য-প্রতিমা —একাধারে দেবী-দাসী
কি সাহসে সহ শতেক যাতনা, আননে সলাজ হাসি
সরলা, কোমলা, মধুর শীতলা, তোমরা মোদের গতি
কভু বা মানিনী, প্রবলা দামিনী—চকিতে সদয়া অতি

২

ধরমে, করমে, সদা পূতমতি, অকারণ কর 'আহা' ;
কারণ দেখাও—খরচের বেলা, কি নিপুণ ভাবে তাহ
তোমরা বিনীতা, অশ্রুগলিতা, কথায় কথায় দেখি ;
ও চরণতলে রয়েছে পড়িয়া, কত যে ঘরের ঢেঁকি।

৩

থাক' পরিপাটী সুরুচি সোহাগে, তোমরা নিরন্তর;—
সাজিয়া যতনে, ভূষণে, রতনে, আলো করে' আছ ঘ
বসুধার সেরা কুসুম তোমরা, বিধির অবাক্ সৃষ্টি ;
স্নেহ-প্রেম-প্রীতি-পরিমলভরা, সংসারের শুভদৃষ্টি ;

৪

জননী-ভগিনী-সুতা-জায়ারূপে— করপুটে সেবা ভরা
কি স্বচ্ছন্দে রেখেছ সংসার—তোমাদের হাতে গড়া
সোণার এ ঘর করে' ছারখার 'অধিকারে' ঢেলে প্রা
এসনা বাহিরে, পুরুষের কাজে—হারা'তে নারীর মা

বিংশ শতাব্দীর শিবের গান

(১)

সতী তিনি, দাক্ষায়ণী,—আমি পাগল শিব ;
পতির নিন্দা শুনে কাণে,
ঘা লাগেনা আর সে প্রাণে,
বাপের বাড়ীর গুণ-গানে—সতত উদ্‌গ্রীব।

(২)

তপস্বিনী উমা তিনি, আমি তাপস শিব ;
ছেলেবেলা আমার ধ্যানে,
ছিলেন কিনা—কেবা জানে,
এখন তাঁহার প্রেমের টানে, বেরিয়ে আসে জিভ্।

(৩)

তিনি ধন্যা, অন্নপূর্ণা, আমি কাঙাল শিব ;
পাইনা এখন খেতে পায়স,
পাচ্চি বটে হাতার ডাঙস
সাবাস্ তাঁহার শক্তি-সাহস—পুরুষ যে হয় ক্লীব।

(৪)

তিনি জায়া—মহামায়া, আমি অঘোর শিব ;
দেখ্‌লে তাঁহার করাল বদন,
আঁৎকে থামে হৃদ্‌স্পন্দন,
চরণতলে লভি' শয়ন—গণি যে, নসিব।

(৫)

গৌরী তিনি, গরবিণী, আমি ভোলা শিব ;
স্বামী আমি—ভুলে হা রে !
সব ক্ষমতা দিলাম তাঁ'রে,
এখন বাঁধা কারাগারে—তিনি যে মনিব ।

(৬)

তিনি নারী—বিশ্বেশ্বরী—দিগম্বর এ শিব ;
বিশ্ব দিয়ে তাঁহার করে,
নিঃস্ব আমি—কাজ কি ঘরে ?
ভস্ম মেখে তাইত ঘোরে—এ নিরীহ জীব ।

চোর ধরা

"আমার কি হ'ল প্রিয়ে, খুঁজিয়া না পাই—
এ ঘরে যে চোর আছে কভু ভাবি নাই ।"
বিস্মিতা হইয়া প্রিয়া,কহে শুষ্ক মুখে,—
"আমি ছাড়া এ ঘরে ত কেহ নাহি ঢুকে ।"
স্বামী কহে "করেছ তুমিই তবে চুরি,
আমার নিকটে মিছে করিছ চাতুরী ।"
রেগে গিয়ে কহে বালা—"একি পরমাদ ?
দিওনা আমার নামে, মিছে অপবাদ ।"
সজোরে ধরিয়া বুকে,স্বামী হেসে কয়—
"তুমিই করেছ চুরি—আমার হৃদয় ।"

গৃহশ্রী

১

তোমার সহজরূপে,
এস প্রিয়ে, চুপে-চুপে,
লালপেড়ে সাড়ী অঙ্গে, সীমন্তে সিন্দুর
শ্রদ্ধা-প্রীতি-স্নেহ-রসে,
দাঁড়াও—দেখুক্ দশে,
কি আনন্দে, ঘরে ঘরে বিরাজ হিন্দুর।

২

তোমার প্রভাব গন্ধ,
—সতীত্বের মকরন্দ—
ছড়া'য়ে রয়েছে বঙ্গ—করি' ভরপুর ;
তোমার পবিত্র স্পর্শ,
সংসারে বাড়ায় হর্ষ,
পূত চিতে পূজ গৃহ-দেবতা-ঠাকুর।

৩

তোমার বচন-লব্ধ—
কল্যাণ-নিদান শব্দ
মলিন তাহার পাশে—রাগিণী মধুর :
কলুষ করিয়া শূন্য,
তুমি মূর্ত্তিমতী পুণ্য,
এনেছ ত্রিদিব-বার্ত্তা—অমিয় প্রচুর।

মনে স্ফূর্ত্তি, দেহে শক্তি,
গুরুজনে প্রেমভক্তি,
উদার অপত্য-মায়া, ব্যপ্ত পরিজনে ;
সেবায় প্রফুল্ল কান্তি,
রোগে, শোকে, ঢাল শান্তি,
দীনে দয়াবতী, সাধ্বী—কুশল-সাধনে ।

৫

শোভে শঙ্খ—পদ্ম-হস্তে,
গুণ্ঠন—বিনম্র মস্তে,
চরণে, অলক্তরাগ—উজ্জলে আয়তি ;
রূপে, রসে, গন্ধে, স্পর্শে,
শব্দে, কিবা সুধা বর্ষে,
বঙ্গ-কুললক্ষ্মী, পতি-হৃদয়ে বসতি ।

৬

এস, চির মনোরমা,
তুমি বাণী, তুমি রমা.
কবির গভীর জ্ঞানে, আনন্দ-দায়িনী ;
অন্তরে, বাহিরে, ধ্যানে,
তুমি জেগে আছ প্রাণে,
কল্পনায় দেবী তুমি,—বাস্তবে গৃহিণী ।

বন্ধু

১

"আমার হেরেছ তুমি রূপ!
ছন্দে তাহা প্রচারের
কিবা প্রয়োজন?
দেখিতে পারনা করি' চুপ।

২

আমার পেয়েছ তুমি রস;
অবাক্ করেছ মোরে
তুমি রসময়,
তবুত হ'লে না কভু বশ?

৩

আমার পেয়েছ তুমি গন্ধ;
কাছে পেয়ে, দূরে গিয়ে,
কেন গাও গান—
হয়েছ কি একেবারে অন্ধ?

৪

আমার পেয়েছ তুমি স্পর্শ;
ধরি' ধরি' করি, তবু
ধরা নাহি দাও—
কোথা তুমি, এ জীবন-হর্ষ?

৫

আমার শুনেছ তুমি শব্দ ;
কি ভুল, সে ঝনৎকার
চুড়ির আমার,
তোমারেই করিবারে জব্দ।”

৬

এস প্রিয়ে, কবির আনন্দ ;
কবিতা উথলি’ পরে—
বনিতা-মিলনে
লেখা তাই হ’ল আজ বন্ধ।

পরিশেষ

পাপের দেওয়া সুখের মাঝে—
শতেক যন্ত্রণা ;
পুণ্যের দেওয়া দুখেও রাজে—
অশেষ সান্ত্বনা।

পত্রাঙ্ক

(* চিহ্নিত কবিতাগুলি যুক্তাক্ষর বিহীন)

পরিহাস

পরিহাস